NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন
EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ভারতরত্ন সত্যজিৎ রায়, যার সৃষ্টির ঐতিহ্যে আমরা নিমগ্ন হয়ে আছি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হামলার হুমকি, আয়োজকদের সতর্কতা ৮

কলকাতা ৭ মে ২০২৪ ২৪ বৈশাখ ১৪৩১ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ৩২৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 7.5.2024, Vol.17, Issue No. 324, 8 Pages, Price 3.00

পশ্চিমবঙ্গ

দ্বিতীয় দফা ৭ মে

7 মালদা উত্তর 8 মালদা দক্ষিণ,
9 জঙ্গিপুর 11 মুর্শিদাবাদ

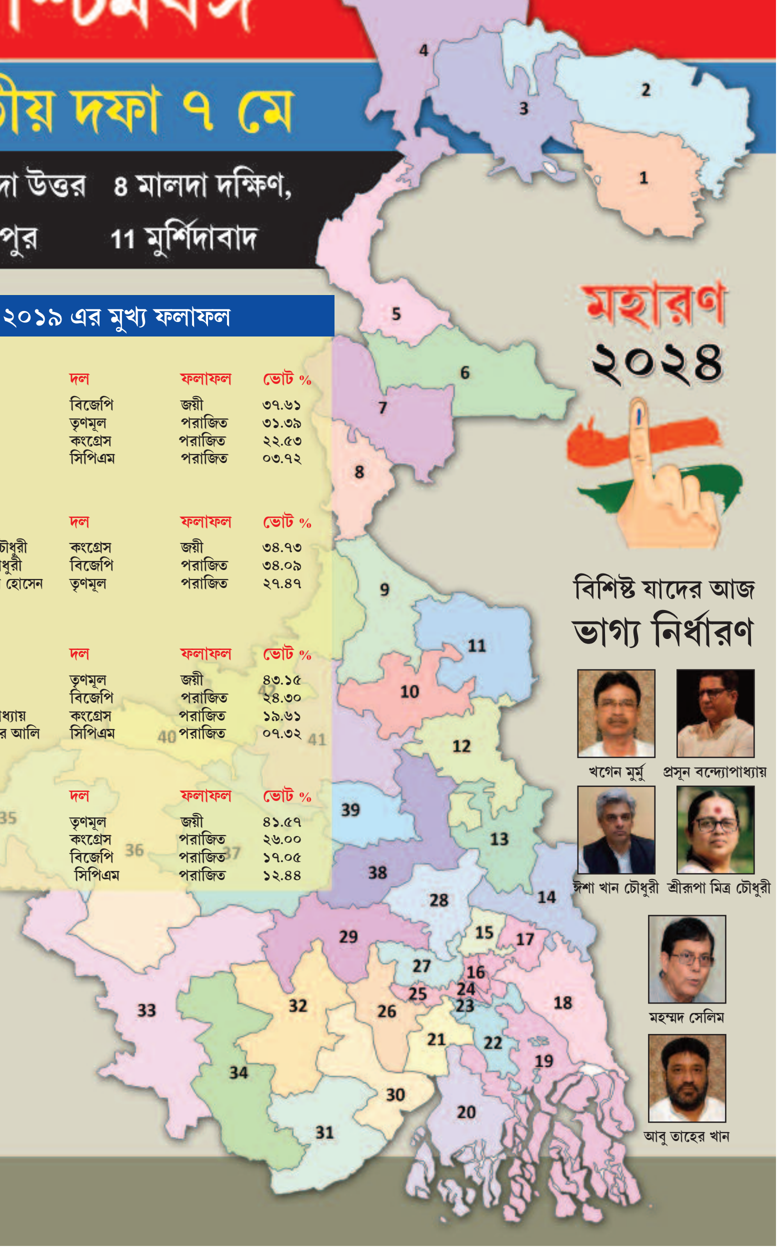

২০১৯ এর মুখ্য ফলাফল

মালদহ উত্তর

প্রার্থীর নাম	দল	ফলাফল	ভোট %
খগেন মুর্মু	বিজেপি	জয়ী	৩৭.৬১
মৌসম নুর	তৃণমূল	পরাজিত	৩১.৩৯
ইশা খান চৌধুরী	কংগ্রেস	পরাজিত	২২.৫৩
বিশ্বনাথ ঘোষ	সিপিএম	পরাজিত	০৩.৭২

মালদহ দক্ষিণ

প্রার্থীর নাম	দল	ফলাফল	ভোট %
আবু হাসেম খান চৌধুরী	কংগ্রেস	জয়ী	৩৪.৭৩
শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী	বিজেপি	পরাজিত	৩৪.০৯
মহম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন	তৃণমূল	পরাজিত	২৭.৪৭

জঙ্গিপুর

প্রার্থীর নাম	দল	ফলাফল	ভোট %
খলিলুর রহমান	তৃণমূল	জয়ী	৪৩.১৫
মাফুজা খাতুন	বিজেপি	পরাজিত	২৪.৩০
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়	কংগ্রেস	পরাজিত	১৯.৬১
মহম্মদ জুলফিকার আলি	সিপিএম	পরাজিত	০৭.৩২

মুর্শিদাবাদ

প্রার্থীর নাম	দল	ফলাফল	ভোট %
আবু তাহের খান	তৃণমূল	জয়ী	৪১.৫৭
আবু হেনা	কংগ্রেস	পরাজিত	২৬.০০
হুমায়ুন কবীর	বিজেপি	পরাজিত	১৭.০৫
বদরুদ্দোজা খান	সিপিএম	পরাজিত	১২.৪৪

আজ তৃতীয় দফার নির্বাচন, রাজ্যের চার আসনে ভোট

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় আজ রাজ্যের ৪ আসনে ভোট নেওয়া হবে। মালদা উত্তর, মালদা দক্ষিণ, জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ আসনগুলিতে ৭৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৫১ জন ভোটার ৫৭ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। চারটি কেন্দ্রের মধ্যে সর্বাধিক প্রার্থী রয়েছেন মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে- ১৭ জন। সব থেকে কম প্রার্থী রয়েছেন মুর্শিদাবাদে -১১ জন। এই দফায় মোট মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ১২ হাজার ৬০১ কোম্পানি রাজ্য পুলিশও মোতায়েন হবে।

এর মধ্যে মালদহ উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে ১৪৪ কোম্পানি। তৃতীয় দফায় শুধু মুর্শিদাবাদ জেলায় সব থেকে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে। দুই আসনের জন্য ১৯০ কোম্পানি। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে- ১১৪ কোম্পানি, জঙ্গিপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে- ৬৪ কোম্পানি ও কৃষ্ণনগর

তিনজন। ভোটগ্রহণ সকাল সাতটায় শুরু হবে। মোট ৭৩৬০ টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এরমধ্যে ২৮৩০ টি বুথকে স্পর্শকাতর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমস্ত বুথেই থাকছে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা। তৃতীয় দফার নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোট ৩৩৪ পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে- ১২ কোম্পানি বাহিনী থাকবে। এর পাশাপাশি ওইদিন মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা বিধানসভা আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২৮১ টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হবে। ওই বিধানসভা কেন্দ্রের ২ লক্ষ ৫৭২১০ জন ভোটদাতা ৭ প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।

সন্দেশখালির স্টিং নিয়ে নীরব থাকলেও

একাধিক ইস্যুতে গুন্ডাদের ফের উলটো ঝোলানোর নিদান শাহর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গে ভোট প্রচারের শুরুর দিকে শাসক দলের বিরুদ্ধে গেরুয়া শিবিরের মূল অস্ত্র ছিল সন্দেশখালি। কিন্তু 'স্টিং ভিডিও' প্রকাশ্যে আসার পরই বিষয়টি নিয়ে তেমন একটা সরব নয় বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে এসে অমিত শাহর মতো হেভিওয়েট নেতার এ নিয়ে নীরবতাই তার প্রমাণ। সোমবার কৃষ্ণনগরের রোড শো-য় সন্দেশখালি 'স্টিং' ভিডিও নিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের মুখে পড়ে ঘুরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের উপর দায় চাপালেও দুর্গাপুরের জনসভায় তিনি সন্দেশখালির নাম পর্যন্ত মুখে আনলেন না। বরং তোষণ, অনুপ্রবেশের মতো জাতীয় স্তরের একাধিক ইস্যুতেই রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করলেন অমিত শাহ।

সোমবার লোকসভা ভোটের জোড়া প্রচারে বঙ্গ সফরে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের সমর্থনে রোড শো করেন। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সন্দেশখালি নিয়ে গোটা দায় চাপিয়েছেন রাজ্য সরকারের উপর। মহুয়াগড়ে দাঁড়িয়ে 'রানিসাহেবা' অমৃতা রায়ের জয় নিশ্চিত বলে প্রত্যয়ী বার্তা দেন শাহ। এর পর তিনি চলে যান দুর্গাপুরে। তিলক ময়দানে বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের সমর্থনে জনসভা করেন। আর সেই সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন অমিত শাহ। কিন্তু মুখে আনলেন না সন্দেশখালি ইস্যু। তৃণমূল বিরোধিতায় চিরাচরিতভাবেই তুললেন অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ। আর তা নিয়ে সিএএ-র সমর্থন চাইলেন উপস্থিত জনতার কাছ থেকে। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ার সুফল কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অন্যতম সাফল্য বলে দাবি করলেন শাহ। সংখ্যালঘুদের তোষণ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধলেন তিনি। অভিযোগ করলেন, দোষীদের আড়াল করে রাজ্যের সরকার, এমনকী দুষ্কৃতীরা পাতালে লুকিয়ে থাকলেও তাঁদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়। বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাদের পাতাল থেকে খুঁজে এনে উলটে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে বলে হুঙ্কার দিলেন শাহ। নিশানা করলেন দুর্নীতি ইস্যুকেও। বাংলার মন্ত্রীদের ঘরে কোটি কোটি টাকা পাওয়া যায় বলে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না। ভোট প্রচারে এসে বাংলায় দুষ্কৃতী রাজের অভিযোগ তুলে ফের গুন্ডাদের উলটো ঝোলানোর নিদান অমিত শাহের। পাশাপাশি, শিল্প শহর দুর্গাপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেখানকার বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি শাহের মুখে। তবে শর্ত একটাই এবারের নির্বাচনে জিতিয়ে দিতে বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে। সোমবার রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতির হয়ে ভোট প্রচারে এসে তৃণমূলকে তোপ দাগার পাশাপাশি একঝাঁক প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

দিলীপ ঘোষের সমর্থনে দুর্গাপুরে নির্বাচনী প্রচারে এসে অমিত শাহ বলেন, 'আমি আপনাদের মোদির গ্যারান্টি দিচ্ছি। এই কেন্দ্রে দিলীপদাকে জিতিয়ে দিন বর্ধমান ও দুর্গাপুরে যে সব কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে তা চালু করে দেব আমরা।' শুধু তাই নয় শাহের বার্তা, 'ওই এলাকায় স্টিল ও ইউরিয়া প্লান্টে আরও বিপুল বিনিয়োগ করে এই শিল্পকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।' পাশাপাশি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শাহ বলেন, 'দিদি গত ১৫ দিন ধরে এখানে আছেন বিজেপিকে হারাতে। দিদি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি ৫ বছর এখানে থাকলেও আমাদের হারাতে পারবেন না। এখানে অপরাধের প্লান্ট খুলেছেন দিদি। এখানে রাজ্যের মন্ত্রীর কাছ থেকে টাকা উদ্ধার হয়। এই 'ইন্ডিয়া' জোট ১২ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে বলে অভিযোগ করেন শাহ। এদিন নির্বাচনী প্রচারে হিন্দুত্বের ধুয়ো তুলতেও ছাড়েননি অমিত শাহ। তৃণমূল এবং কংগ্রেসকে আক্রমণ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'তৃণমূল এবং কংগ্রেস দল রামমন্দির তৈরির পথে বাধা দিচ্ছিল। প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু ওঁরা জাননি।' না যাওয়ার কারণ হিসেবে তাঁর দাবি, 'ভোটব্যাংকের ভয়ে যাননি ওনারা। ভোটব্যাংকের ভয়ে রামকে বহিষ্কার করেছে তৃণমূল।'

এক নজরে

কলেজ পড়ুয়ার বাড়িতে অস্ত্রভাণ্ডার!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আশুতোষ কলেজের পড়ুয়ার বাড়িতে অস্ত্রভাণ্ডার! ওই ছাত্র-সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অস্ত্র চোরাচালানের সঙ্গে ওই কলেজ পড়ুয়া যুক্ত কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রবিবার রাতে কলেজ ছাত্রের বাড়ি থেকে ১টি ওয়ান সাটার বন্দুক, ২টি সেভেন এম এম পিস্তল, ৩০ রাউন্ড লাইভ কার্তুজ, ৫ কেজি বারুদ এবং ২৫ বান্ডিল সুতলি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, হিরণ্ময় নস্কর ওরফে রানা আশুতোষ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এছাড়া এই ঘটনায় বিজয় হালদার ওরফে ভুতমকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

'মমতার দিদিগিরি সহ্য করব না'!

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রচারে রাজ্যপালকে বিঁধেছেন। তার প্রেক্ষিতেই বোস বললেন, 'আমাকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি হচ্ছে। ওনার দিদিগিরি সহ্য করব না।' রাজ্যপালকে পাল্টা বিঁধেছেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'উনি কলকাতায় ফিরেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে এমন কথা বলা শুরু করেছেন, যা অসম্মানজনক। এর থেকেই বোঝা যায়, মহিলাদের প্রতি ওঁর দৃষ্টিভঙ্গি কী। নারীদের প্রতি উনি যে অসম্মানজনক কাজকর্ম করছেন, বাংলার মানুষ তা বুঝিয়ে দেবে। পরিণতি ভাল হবে না।'

আইসিএসই- আইএসসিতে ছেলেদের টেক্কা দিল মেয়েরা

নয়াদিল্লি, ৬ মে: আইসিএসই (দশম) এবং আইএসসি (দ্বাদশ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হল। দুই পরীক্ষাতেই সার্বিক পাশের হারে ছেলেদের পিছনে ফেলে দিল মেয়েরা। এ বছর দশম শ্রেণির পরীক্ষার পাশের হার ৯৯.৪৭ শতাংশ। দ্বাদশের পরীক্ষার পাশের হার ৯৮.১৯ শতাংশ। দশম এবং দ্বাদশের সার্বিক পাশের হারে ছেলেদের টেক্কা দিয়েছে মেয়েরা।

কারও ক্ষমতা হবে না আমার একটা চুলও স্পর্শ করার: মমতা

মিলন গোস্বামী ● সাঁইথিয়া

দরকার হলে জীবন দেব তবু আত্মসমর্পণ করবো না। নির্বাচনী জনসভায় এসে মোদির বিরুদ্ধে বিষোদগার করে এমন মন্তব্য করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরভূমের লাভপুরের জনসভার পর পরের দিন সোমবারই সাঁইথিয়ায় বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করেন।

সভার শুরুতেই তিনি বলেন, 'এটা বাংলার ভোট নয়, দিল্লির গদি বদলানোর ভোট।' তা সত্ত্বেও তিনি বাংলার পাশাপাশি বীরভূমের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে বলেন, বাংলার কাহিনী আর বীরভূমের কাহিনী বলতে গেলে বিজেপির কাহিনী আর বলা হবে না। এরপরই ডেউচা পাচামি কয়লা খনি প্রকল্পে ৩৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই কয়লা খনি অঞ্চলে এক লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, ১৪২২ জন জমিদাতারা জমি দেওয়ায় জুনিয়র কনস্টেবল ও গ্রুপ সি পদে চাকরি পেয়েছেন। পাশাপাশি এই কয়লা খনি হলে ১০০ বছর বিদ্যুৎ ঘাটতি হবে না বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। এরপরই তিনি মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ান। বলেন, কেন্দ্র সরকার রাজ্যের বকেয়া ১০০ দিনের টাকা দিচ্ছে না, আবাস যোজনার টাকা দিচ্ছে না। টিভিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে মিথ্যা প্রচার করছে। এরপরই মমতার সংযোজন, বিজেপি বাংলার বদনাম করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মমতা ব্যানার্জি বাংলায় থাকবে। কারও ক্ষমতা নেই কেশ স্পর্শ করার। মমতা বলেন, মধুবাবু আর বিধু বাবু সারাদেশকে বেচে দিচ্ছেন। এরপরই অর্থমন্ত্রীর স্বামীর প্রসঙ্গ তুলে বলেন, তিনি বলেন অর্থমন্ত্রীর স্বামী বললে দোষ হয় না, বাংলায় মমতা বললেই সব দোষ হয় এরপরই মোদির বিরুদ্ধে তিনি বলেন, সব লুট করেছে, নোটবন্দির টাকা কোথায়? কালো টাকা উদ্ধারের কি হলো? মোদির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেছেন মমতা। মোদিকে মিথ্যাবাদী বলে তোপ দেগে বলেন, 'কেয়া শরম কা বাত, দেশকা প্রধানমন্ত্রী কাহে জুমলাকা বাত'। এরপরই সন্দেশখালির প্রসঙ্গ টেনে এনে মমতা বলেন, মা-বোনেদের প্ল্যান করে অসম্মান করেছে বিজেপি। মেয়েদের কাছে টাকা বড় কথা নয়, মেয়েদের আত্মসম্মান, গরিমা, মায়ের আঁচল এই সব বড়। এরপরই মমতা বলেন, ইলেকশনে জিততে হবে তাই ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছিল বিজেপি। মোদিকে মিথ্যাবাদী ভাঁওতাবাজ, স্বৈরাচারী, হিংসুটে আখ্যা দিয়ে মমতা বলেন, মোদির কাছে শান্তি প্রত্যাশা করা বৃথা। তাই উপস্থিত মা-বোনেদের কাছে তাঁর আহ্বান শান্তির জন্য উলুধ্বনি- শঙ্খধ্বনি দিন। আর এনআরসি থেকে বাঁচতে সিএএ থেকে রক্ষা করতে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মোদি মিথ্যা কথা বলেন। তাঁর সব গ্যারান্টি গ্যাস বেলুন। মমতার দাবি, তিনি যেটা পারবেন সেটার কথাই বলেন। আর যেটা বলেন, সেটা করেনও। এরপরে তিনি বলেন, রেশন বন্ধ করলেও তারা রেশন বন্ধ করেননি। তারা চাল দিয়েছেন বিনা পয়সায়। আর মোদি চালে কাঁকর দিচ্ছেন। তাই তাঁর আহ্বান, ওদের ভোট বন্ধ করে দিন। মোদিকে ভোট দিলে সবাইকে তাড়াবে। এরপর মোদিকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'অতি বাড় বেড়ো না, ঝরে পড়ে যাবে। বেশি চক্রান্ত করো না, একদিন ফাঁস হবে।'

তুমি এলে...

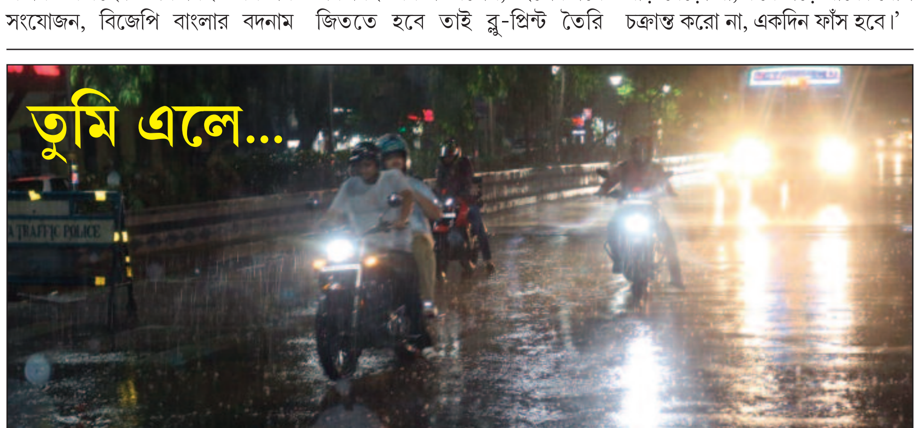

অবশেষে স্বস্তি! আলিপুর হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস ছিলই। সোমের সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি নামল কলকাতা-সহ রাজ্যের অধিকাংশ জেলায়। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। ছবি-অদিতি সাহা

রানাঘাটের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন মতুয়ারাই

শুভাশিস বিশ্বাস

চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে মতুয়া গড় রানাঘাটে সবচেয়ে বড় ইস্যু নিঃসন্দেহে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন অর্থাৎ সিএএ। নির্বাচনের ঠিক আগে সিএএ লাগু হতে প্রথমদিকে স্বস্তি পেয়েছিলেন মতুয়ারা। তবে সময়ের সঙ্গে বদলায় চিত্রপট। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা ভেবে কপালে গভীর ভাঁজ পড়েছে মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে। কারণ, একাধিকবার মতুয়াদের নিঃশর্ত নাগরিকত্বের লোভ দেখিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ভোট নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবু মতুয়াদের কোনওরকম নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেয়নি। আর এর উল্টো ছবি মতুয়া সম্প্রদায়ের অবশিষ্টাংশের মধ্যে। তাঁরা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে মোটের উপর খুশি। এদিকে লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে রানাঘাটের রাজনৈতিক ছবি কিছুটা হলেও বদলেছে। কারণ, রানাঘাটের বিজেপি বিধায়ক ছিলেন ডাঃ মুকুটমণি অধিকারী হঠাৎ-ই জার্সি বদল করে নাম লেখান তৃণমূলে। এরপরই মতুয়াদের মধ্যে জনপ্রিয় মুকুটমণি অধিকারীকে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে রানাঘাট থেকে প্রার্থী করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। রানাঘাটের মতো মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় নিঃসন্দেহে মাস্টার স্ট্রোক। সঙ্গে এটাও স্পষ্ট রানাঘাটের হারানো জমি ফিরে পেতে এবার মরিয়া তৃণমূল। এদিকে মুকুটমণির এই দলত্যাগে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন নদিয়া জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। কারণ মুকুটমণির স্বচ্ছ একটা ভাবমূর্তির সঙ্গে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও যথেষ্ট ভালো। তিনি মতুয়া মহাসংঘের সভাপতি ছিলেন। ফলে, তৃণমূলের মতুয়া ভোটব্যাংকে যে ফাটল বিগত কয়েকটা ভোটে দেখা গিয়েছিল, সেটা মুকুটমণির সৌজন্যে ফিরে আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল এই দলবদলের ফলে। এখানে মুকুটমণি সম্পর্কে একটা কথা বলতেই হয়। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে এই মতুয়া গড়ে প্রার্থী করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বিজেপির তরফ থেকে।

এরপর দুয়ের পাতায়

পাণ্ডুয়ায় বোমা ফেটে কিশোরের মৃত্যু

জখম আরও ২, এনআইএ তদন্তের দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার কয়েক ঘণ্টা আগে হুগলির পাণ্ডুয়ায় বোমা বিস্ফোরণ। প্রাণ গেল এক কিশোরের। গুরুতর জখম আরও ২। তাদের মধ্যে একজনের হাত উড়েছে বলেই খবর। তারা বর্তমানে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি। দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেই খবর। হুগলি গ্রামীণ পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। সোমবার সকালে ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী হুগলির পাণ্ডুয়ার তিন্না নেতাজি পল্লি কলোনি। পুকুর পাড়ে তিনজন কিশোর খেলা করছিল। বল ভেবে বোমা হাত দেয় তারা। তাতেই বিস্ফোরণ ঘটে। প্রচণ্ড শব্দ শুনতে স্থান স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে পৌঁছন। স্থানীয়রা দেখেন এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে রয়েছে তারা। সকলেই রক্তাক্ত। তড়িঘড়ি তিন কিশোরকে উদ্ধার করা হয়। নিয়ে যাওয়া হয় পাণ্ডুয়া হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানান, রাজ বিশ্বাস নামে বছর দশেকের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। অপর দুই কিশোর রূপম বল্লব (১৩) এবং সৌরভ চৌধুরী (১১) অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। তারা বর্তমানে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ। মৃত কিশোরের মায়ের সঙ্গে দেখা করেন হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। এদিকে, এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বিকেলে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'সকালে পাণ্ডুয়া বিস্ফোরণের খবর পেয়েছি। খুব মর্মান্তিক ঘটনা। এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ওখানে আমাদের নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় গিয়েছেন। এসব ঘটনা পুলিশের মদতে ঘটছে। বাংলার পুলিশ পিসি আর ভাইপোর কর্মসূচি পালনে ব্যস্ত। আর বিজেপি কর্মীদের নামে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দিচ্ছে পুলিশ।'

আজ এসএসসি মামলার সুপ্রিম শুনানি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে

নয়াদিল্লি, ৬ মে: সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল এসএসসি মামলার শুনানি। আজ হবে এসএসসি মামলার শুনানি। এদিনই প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ শুনবে প্রায় ২৬ হাজার জনের চাকরি বাতিলের মামলা। সোমবার মামলাটির শুনানির কথা ছিল শীর্ষ আদালতে। গত শুনানিতে এই মামলায় চাকরি বাতিলের উপর স্থগিতাদেশ দেয়নি সর্বোচ্চ আদালত। যোগ্য এবং অযোগ্যদের বাছাই পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ। সোমবার বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত শুনানি হওয়ার কথা জানিয়েছিল তারা। ইতিমধ্যেই যোগ্যদের আইনি সাহায্য দেওয়ার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ২২ এপ্রিল ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করে দেয় হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চের ওই রায়ের ফলে ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর চাকরি চলে যায়। ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। সেখানে রাজ্য ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদও মামলা দায়ের করে। শীর্ষ আদালতে যান চাকরিহারাদের একাংশও। সোমবার একত্রে এই সংক্রান্ত প্রায় ১০টি মামলা শোনার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বেঞ্চের। প্যানেল থেকে কী ভাবে যোগ্যদের বাছাই করা সম্ভব হবে, গত শুনানিতে সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রধান বিচারপতি। নিয়োগ প্রক্রিয়ার একাধিক ত্রুটি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৬/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫১৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Samir Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shambhu Nath Ghosh ও S. N. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪০ নং এফিডেভিট বলে Sankar Saha S/o. Santosh Saha ও Sankar Saha S/o. S. Kr. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬০০৪ নং এফিডেভিট বলে Goutam Kumar Ghosh S/o. Chira Ranjan Ghosh ও Goutam Kr. Ghosh S/o. C. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬০০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Muktar Hossain ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Rasiyal Hossain ও Sk. Rasial সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৮৬৩ নং এফিডেভিট বলে Sk. Nijamuddin S/o. Sk. Abdul Karim ও Sk. Nizamuddin S/o. Sk. A. Karim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৮৬২ নং এফিডেভিট বলে আমি Amitava Bhar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Debi Prasad Bhar ও D. Bhar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৪২০ নং এফিডেভিট বলে Mehotabuddin Mondal S/o. Sarif Mondal ও Mehotab Mondal S/o. Sarifuddin Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩০৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Prohllad Khetrapal Sold nameV R/o. Ayma Nababpur, Aymanawabpur, Pandua, Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩০৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Prohllad Khetrapal (old name) R/o. Ayma Nababpur, Aymanawabpur, Pandua, Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Prohallad Kshetrapal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Prohllad Khetrapal & Prohallad Kshetrapal, আমার পিতা Sanatan Khetrapal & Sanatan Kshetrapal ও আমার মাতা Chapa Khetrapal & Champa Khetrapal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম - পদবী

আমি Sandip Bhattacharjee S/o. Late Pranesh Chandra Bhattacharjee ঠিকানা উত্তরলালপুর নতুনপাড়া, P.O. & P.S.- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২২২ ঘোষণা করছি Sandip Bhattacharyay এবং Sandip Bhattacharjee এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হলফনামায় ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কল্যাণী কোর্ট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৫, হলফনামা নং- F-1495/1554/14 তারিখ- ০৩/০৫/২০২৪

হারানো প্রাপ্তি

আমি অঙ্গুর হোসেন পিতা প্রয়াত নবাব হোসেন এবং আমার প্রকৃত ভ্রাতা মতিয়ুর রহমান, সাকিন নলহাটি পাথরকল পাড়া, ওয়ার্ড নং ০৪, পো এবং থানা : নলহাটি, বীরভূম, পব, ৭৩১২৪৩, এপ্রিল ২০২৪ মাসে আমাদের বাড়ি থেকে জমি ক্রয়ের দলিল হারিয়ে ফেলেছি। সংশ্লিষ্ট দলিল নং ৯২৮০ তারিখ ১৯.০৯.১৯৮৪ থেকে দলিলটি স্থানান্তরিত হয়। ক্রেতার নাম নবাব হোসেন এবং বিক্রেতার নাম অরুণ কুমার মন্ডল। আমরা নলহাটি থানায় ২৩.০৪.২০২৪ তারিখে জি ডিই নং ১৩৭০ দাখিল করেছি। কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৯৬৩৫৬৬০১৯৭/৯১৬৩২৫৩৮৯৩ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ ই মে। ২৪ শে বৈশাখ। মঙ্গলবার। চতুর্দশী তিথী। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকর্দ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো।। দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়।। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন মঙ্গলবার। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

নাম-পদবী

আমি Johir Uddin Mondal S/O Foroj Ali Mondal, সাং- মনিসুবল লেন, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-5120020005062 নাম Jahiruddin Mondal, S/O. Faraz Ali Mondal হইয়াছে। ৩.৫.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে Johir Uddin Mondal S/O Foroj Ali Mondal ও Jahiruddin Mondal, S/O. Faraz Ali Mondal একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

Anjan Kumar Upadhaya (Ex Service-men- No-13965875-A Rank-Ex (TS) NK) S/O- Late Khetromohan Upadhaya, resident of 15/12, West Kaptey Para Road, Post- Athpur P.S.- Jagaddal. District- North 24 Parganas, Pin- 743128 (WB) do hereby declare that Henceforth my Daughter's Name spelling has been changed from Kumari Seina Upadhaya to Taniya Upadhaya vide affidavit No-50/24 dated 25th April 2024 before the notary public at Barrackpore North 24 Parganas (WB).

নাম পরিবর্তন

আমি, **Umaiya Sk.** পিতা- Saifullah Sk. / Saifullha Sk. / Md. Saifullah Sk. গ্রাম ও পো: - চন্ডী, P.S.- বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পঃবঃ-৭৪৩৫০৩ প্রথম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এফিডেফিট নং. 18469 তারিখ 19.03.2024 দ্বারা Md. Umaiya Sk. ও পিতা Saifulla Sk. নামে পরিচিত হলাম। **Umaiya Sk.** এবং **Md. Umaiya Sk.** এবং পিতা **Saifullah Sk., Saifullha Sk., Md. Saifullah Sk.** এবং **Saifulla Sk.** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

NOTICE

It is notified to all concern that an original Sale deed in connection with Bastu land of Area 0.032 acre at RS Khatian No. 331, RS plot no-651, LR Khatian No-623, L-R Plot no. 1273, situated at Mouza - Balagarh, JL NO-8, ward No-3 Holding No- 175/137, Mohalla Balagarh, Dist Hooghly under Hooghly Chinsurah Municipality in the name of Late **HAROLD EDWARD DHAR** S/o- LT. ANTONY DHAR was lost. The said original sale deed is required for the purpose to get loan from any nationalized Bank and other legal purpose. In this regard a General diary was made being GDE NO: 1659 dated 28/11/2020 at Chinsurah Police Station, Hooghly West Bengal. If any person/s traced or found that the said original sale deed, please return the same to the undersigned within 15 days from the date of publication. That no claim and demand shall be entertained after the stipulated period. If any transaction is made with any person/s and authority by the strength of this loss said sale deed shall be deemed to be null and void.

Amit Choudhury
Advocate,
District Judges' Court Hooghly,
Ph: 8250909898

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

তৃণমূলে বড়সড় ভাঙন

আমডাঙার ব্লক সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সদলবলে বিজেপিতে যোগ দিলেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ভাঙন অব্যাহত। সোমবার বিকেলে তৃণমূলের আমডাঙা ব্লকের কার্যকরী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সদলবলে বিজেপিতে যোগ দিলেন। নৈহাটির দলীয় কার্যালয় ‘ সিংহ ভবনে’ বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং ও ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ পদ্মফুলে যোগ দিলেন। সেইসঙ্গে বাবু তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের আলি আসগর, আকবর আনসারি-সহ বেশ কয়েকজন পদ্ম পতাকা তুলে নিলেন। যোগদান নিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, আমডাঙার অতি পরিচিত মুখ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বহু বছর উনি কংগ্রেস করেছেন। তারপর তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। এদিন তৃণমূল ছেড়ে উনি বিজেপি পরিবারে যোগ দিয়েছেন। তাঁর কথায়, আমডাঙায় রবীন্দ্রনাথ বাবুর যথেষ্ট প্রভাব আছে। উনি একজন সুবক্তা। তাঁর দাবি, আমডাঙায় এই ভাঙন তৃণমূল সামাল দিতে পারবে না। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আমডাঙা বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও তিনি জয়ের ব্যাপারে তীব্র আশাবাদী। অপরদিকে বিজেপিতে যোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ‘টানা ৪৪ বছর কংগ্রেস করেছি। তারপর ১২ বছর ধরে তৃণমূল করেছি। ভেবেছিলাম, মানুষের জন্য কাজ করব। কিন্তু শেষ তিন বছর মানুষের জন্য কাজ না করার যন্ত্রনা সহ্য করতে পারলাম না। তাই কাজের মানুষ অর্জুনের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করলাম।’ তাঁর দাবি, গোটা রাজ্য দুর্নীতির আঁতুরঘরে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া অর্জুনের নেতৃত্বে যেভাবে সংখ্যালঘুরা এগিয়ে আসছেন। তাতে তিনি ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে অর্জুন সিংয়ের জয়ের ব্যাপারে পাঁচশো শতাংশ আশাবাদী।

সাংসদ কোটার টাকা অপব্যবহার করেছেন বিদায়ী সাংসদ, শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি রথীনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সাংসদ কোটার টাকা খরচ নিয়ে হাওড়ার বিদায়ী সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় যা দাবি করছেন তা চ্যালেঞ্জ করলেন বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী। তিনি প্রসূনকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, ‘আমি তো বলেছিলাম সাংসদের শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত। টাকা শুধু ফেরত যাওয়া নয়, অর্থের অপচয় হয়েছে। সাঁকরাইল সহ বিভিন্ন এলাকাতে অভিযোগ উঠেছে যথাযথভাবে কাজ হওয়ার বদলে অতি নিম্ন মানের কাজ হয়েছে। অনেক পঞ্চায়েতের টাকা ফেরৎ গেছে। সাধারণ মানুষ তাদের কষ্টের টাকা সরকারকে কর দেয়, সেই টাকার অপব্যবহার হয়েছে। তাই আমি শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানাচ্ছি।’

সালটা ২০১৯, সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের মুখে হাওড়ার তিন বারের সাংসদ দাবি করে প্রচার করেছিলেন ‘আমি আমার সাংসদ তহবিলের একশো শতাংশ টাকা খরচ করেছি, জেলাশাসক আমাকে শংসাপত্র দিয়েছেন।’ সময় বদলেছে ২০২৪ সালের অষ্টদশ নির্বাচনের প্রাক্কালে সেই বিদায়ী সাংসদ সাংসদ তহবিলের অর্থ খরচ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তিকর দাবি করছেন। যদিও সরকারি তথ্য ভিন্ন কথা বলছে। ভারত সরকারের এমপিল্যাড (সাংসদের জন্য বরাদ্দ তহবিল) সংক্রান্ত পোর্টালে দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৪ এই পাঁচ বছরে সাংসদ উন্নয়ন তহবিলে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাওয়ার কথা ছিল ১৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে ভারত সরকার থেকে টাকা এসেছে সাত কোটি টাকা। বাকি ১০ কোটি টাকা আসেনি। যে টাকা তিনি পেয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে ০.৮৭ কোটি টাকা তিনি খ রচ করতে পারেননি।

এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে হাওড়া সদরের বিদায়ী সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ‘আপনি সাংসদদের নামের তালিকা করুন, দিল্লিতে সেই তালিকা পাঠিয়ে দেখে নিন আমি কী করেছি। এগুলো বিজেপি অপপ্রচার করছে। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কোটার অর্থ ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩ সালে বন্ধ করে দিয়েছিলো। এরপর আমরা ১৭ কোটি টাকা পেয়েছি। যার সম্পূর্ণ বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করেছি। এই রাজ্যে ওদের ১৮ জন সাংসদ ছিল। তারা কত কাজ করেছে সেই তালিকাও দেখুন, তারপরে আমরা হাততালি দেবো।’

শুধু তাই নয় তিন বারে সাত কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল হাওড়ার সাংসদের জন্য। প্রথমবার আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ হয় ২০১৯ সালের ২৬ ডিসেম্বর। ২০২১ সালের ১৪ জুন বরাদ্দ হয় বরাদ্দ হয় আরও আড়াই কোটি টাকা। ২০২২ সালের ৯ জুন বরাদ্দ হয় আরও ২ কোটি টাকা। যদিও বাকি ১০ টাকা কেন বরাদ্দ হয়নি, তাই নিয়ে সরকারি পোর্টালে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে প্রয়োজনীয় এমআরপি ও প্রভিশনাল ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা পড়েনি।

যদিও সম্প্রতি হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকে প্রচারে বেরিয়ে সাংসদ কোটার টাকা নিয়ে এক অদ্ভুত দাবি করেন প্রসূন। তিনি বলেন, ‘ আমি ১৭০ কোটি টাকা পেয়েছিলাম, সম্পূর্ণ অর্থ পঞ্চায়েতগুলোকে দিয়েছি, যা ভারতের ইতিহাসে কখনও কেউ দেয়নি। এই কেন্দ্রের সরকার ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ সালে আমাকে ও কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়কে তাড়িয়ে দিয়েছিলো, সাংসদ তহবিলের অর্থ বরাদ্দ করে নি। এরপর যে টাকা এসেছে আমি কাজ করেছি। কিন্তু বিজেপির যে ১৮ জন সাংসদ ছিলেন তাদের বরাদ্দ অর্থ কোথায় গেল সেটা বলতে হবে। এটা কারোর বাপের টাকা নয়, এটা জনগণের করের টাকা।’

বিদায়ী সাংসদ প্রসূনকে কটাক্ষ করে সদরের বামপ্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, ‘যা হয়ে গেছে সেটা নিয়ে ভাবছি না, ভবিষ্যৎ ঠিক করার জন্য লোকসভা নির্বাচনে নেমেছি। সাংসদ কত টাকা ব্যয় করেছেন তা লোকসভার এমপি ল্যাডের ওয়েবসাইটে রয়েছে। উনি কত টাকা খরচ করেছিলেন, এগুলো সব মানুষের দরবারে বিচার হবে।’

ইউনিসেফের জাতীয় দূত হলেন করিনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রুপোলি পর্দার জনপ্রিয় বলি তারকা করিনা কাপুর খান ভারতবর্ষের শিশুদের বিকাশের জন্য এগিয়ে এলেন। আর এরই জেরে করিনার সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হল এক নয়া পালক। সারা দেশের শিশুদের উন্নয়নের জন্য এবার জাতীয় দূত হলেন করিনা। এখন থেকে তিনি ইউনিসেফের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে শিশুদের উন্নয়নে কাজ করবেন।

শনিবার নয়াদিল্লিতে এই সম্মান গ্রহণের পর করিনা কাপুর খ ান জানান, এই পৃথিবীর শিশুদের অধিকার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঙ্গে এও জানান, ‘ইউনিসেফের জাতীয় দূত হিসেবে রাষ্ট্রসংঘের এই সংস্থাটির সাথে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারব দেখে আমি খুবই সম্মানিত বোধ করছি। আমি দুর্বল ও বঞ্চিত শিশুদের জন্য তাদের অধিকার অর্জনের চেষ্টা করব। কারণ, একটি শৈশব, একটি ন্যায্য সুযোগ ও একটি নিশ্চিত ভবিষ্যত প্রতিটি শিশুর প্রাপ্য।’

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইউনিসেফের ভারতের প্রতিনিধি সিনথিয়া ম্যাকক্যাফ্রে বলেন, ‘জাতীয় দূত হিসেবে করিনা কাপুর খানকে আমরা স্বাগত জানাই কারণ শিশুদের অধিকার সুরক্ষার প্রশ্নে, তিনি বছরের পর বছর ধরে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিভিন্ন জাতীয় এবং বিশ্বব্যাপী প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করে তিনি এইসব কাজকর্মে শক্তি জুগিয়েছেন ও প্রভাব বিস্তার করেছেন।’

প্রসঙ্গত, ইউনিসেফের সাথে করিনা গত প্রায় এক দশক ধরে সেলিব্রিটি অ্যাডভোকেট হিসেবে বিভিন্ন কাজ করেছেন। তখন মেয়েদের শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা, মৌলিক শিক্ষা, টিকাদান এবং শিশুদের মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য তাঁকে জোর সওয়াল করতেও দেখা গেছে। কোভিড অতিমারির সময়, তিনি বাচ্চাদের পড়াশুনা ও বিদ্যালয় খোলার সাথে সাথে তাদের সেখ ানে যোগদানের জন্য আবেদনও জানান।

শর্তসাপেক্ষে সরকারি অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রজয়ন্তী আয়োজনের অনুমোদন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শর্তসাপেক্ষে রবীন্দ্রজয়ন্তী সংক্রান্ত সরকারি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার অনুমোদন দিল নির্বাচন কমিশন। বাংলা দিবসের মতো ওই অনুষ্ঠানে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থাকতে পারবেন না বলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে। মুখ্যসচিব-সহ সরকারি স্তরের আধিকারিকরা সরকারিভাবে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করবেন। কিন্তু, কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তির ছবি রবীন্দ্র জয়ন্তী সংক্রান্ত ব্যানার বা হোডিংয়ে ব্যবহার করা যাবে না। এবং কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন না। নির্বাচনী আচরণবিধির কারণে এই সিদ্ধান্ত বলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে। এর ফলে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা তো বটেই তো বটেই, নিয়মের গেরোয় সেদিন অনুষ্ঠানে থাকতে পারবেন না রাজ্যের কোনও মন্ত্রী, এমনকী স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও! থাকবেন শুধুমাত্র সরকারি আধিকারিকরা।

রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন নিয়ে রবিবারই তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লাভপুরের সভা থেকে তিনি এই নিয়ে সরব হন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা কিছু করতে গেলেই ইলেকশন কমিশনের পারমিশন চাই। রবীন্দ্রজয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথের গলায় মালা দিতে গেলেও নির্বাচন কমিশনের পারমিশন নিতে হবে। তিনি বলেন, ‘৮ তারিখ আমি কলকাতা ফিরে যাব। ওইদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব। আমাদের নাকি কিছু করতে নেই। ইলেকশন চলছে। রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান হবেই। রবীন্দ্রনাথকে ভুলে আমরা থাকতে পারব না। দরকার হলে আমি নিচে বসব। তাতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু রবীন্দ্র জন্মোৎসব বন্ধ হবে না, আমরা হতে দেব না।’

জানা গিয়েছে ৮ তারিখ বলাগড়ে কর্মসূচি শেষ করে কলকাতায় ফিরে জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর তোপ দাগার পরেই সোমবার রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের অনুমোদন মিলেছে কমিশনের তরফে। এদিকে কমিশনের অনুমোদন পাওয়ার পর তড়িঘড়ি রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ৮ মে রবীন্দ্র সদন লাগোয়া ক্যাথিড্রাল রোডে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। তবে বিতর্ক এড়াতে এবার সেখানে থাকছে শুধুই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাজ্য তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন রাজ্যের প্রোথিতযশা শিল্পি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা।

এর আগে, ভোটের মুখে রাজ্যকে শর্তসাপেক্ষে ‘বাংলা দিবস’ পালনের অনুমতি দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নির্দেশ ছিল, পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব থাকবেন শুধুমাত্র সরকারি আধিকারিকরাই। ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রীরা অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারবেন, কিন্তু অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এমনকী, নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল বিজ্ঞাপনেও।

রানাঘাটের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন মতুয়ারাই

প্রথম পাতার পর...

এদিকে রানাঘাট লোকসভায় সিপিএমের তরফে থেকে প্রার্থী করা হয়েছে অলোকেশ দাসকে। এই অলোকেশবাবু ২০০৩ সালে তৎকালীন নবদ্বীপ কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে জিতে সাংসদ হন। এবার চব্বিশের ভোটেও লড়ছেন তিনি। এছাড়া নির্বাচনী লড়াইয়ে রয়েছেন এসইউসিআই প্রার্থী পরেশ হালদারও। সিপিএম প্রার্থী অলোকেশ দাস রানাঘাটের প্রাক্তন সাংসদ হলেও সেই ২০০৩-এর বঙ্গের রাজনৈতিক ছবির সঙ্গে বর্তমান বঙ্গ রাজনীতির ছবির কোনও মিলই নেই। বরং এখন বঙ্গ রাজনীতিতে বাম-কংগ্রেসের ভূমিকা তলানিতে ঠেকেছে। যদিও আলোকেশবাবু আশার আলো দেখছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলে। তারই জোরে তৃণমূল ও বিজেপিকে হারানোর বার্তা দিলেও রানাঘাটের মাটিতে তা কতখানি কার্যকরী হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

এদিকে আবার সদ্য বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়ে প্রার্থী হওয়া মুকুটমণি অধিকারী ৪৮ শতাংশ মতুয়া ভোটের ঠিক কতটা তাঁর দিকে টানতে পারবেন তা নিয়েও জল্পনা চলছে বঙ্গ রাজনীতিতে। কারণ, তিনি বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছিলেন পদ্ম প্রার্থী হিসেবে। এর পাশাপাশি মুকুটমণিকে দেখা গিয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ-কে সমর্থন জানাতে। সেখানে নির্বাচনের ঠিক আগে তাঁর এই জার্সি বদল কতটা মনে নেবেন রানাঘাটের মানুষজন তা নিয়ে সংশয় রয়েছেই। একইসঙ্গে তৃণমূল পরিবারে তিনি একেবারে নতুন মুখ। সেখানেও স্থানীয় নেতাদের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ঠিক কতখানি তা নিয়েও প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এই দু'টি ইস্যুই নির্বাচনী লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে নেতিবাচক তো বটেই।

তবে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারও যে খুব একটা স্বস্তিতে রয়েছেন তা একেবারেই নয়। জগন্নাথ সরকারের উপর মানুষ ক্ষেপে রয়েছেন রানাঘাটের মানুষজন। কারণ এখানে তেমন কোনও কাজ-ই তিনি করেননি বলে অভিযোগ তাঁদের। সঙ্গে তাঁর দুর্ব্যবহার সাধারণ মানুষের থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছে। আর এখানেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, রানাঘাটের একটা বড় অংশের মানুষ তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। এদিকে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে তলায় তলায় জগন্নাথের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন আরও এক জগন্নাথ। দুজনেই সরকার। তবে এই জগন্নাথ হিরে চিহ্নে দাঁড়িয়েছেন নির্দল প্রার্থী হিসেবে। এদিকে বিজেপি শিবিরের ধারনা, এ কাজ আদতে তৃণমূলের। বিভ্রান্ত হয়ে কিছু ভোট যদি নির্দল জগন্নাথও পান তাহলে আখেরে লাভ হবে তৃণমূলেরই।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে ২০২৪-এর নির্বাচনে একদিকে দল বদলু মুকুটমণি আর অন্যদিকে দুর্মুখ জগন্নাথের মধ্যে কাকে রানাঘাটের মানুষ পছন্দ করবেন তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে এখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে যেটা স্পষ্ট, রানাঘাটের মাটিতে আদতে নির্বাচনী লড়াই হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তৃণমূল সুপ্রিমো তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা ঠিক কতখানি তা বুঝিয়ে দিয়েছে সদ্য হয়ে যাওয়া চাকদার জনসভা। যেখানে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। তবে শেষ মুহূর্তে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের ৪৮ শতাংশ মতুয়া ভোট কোনদিকে ঢলে পড়ে এখন সেটাই দেখার।

আইসিএসই দশমে সম্ভাব্য দ্বিতীয় সোদপুর সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের অনুষ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার আইসিএসই-২০২৪ দশম শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। এবারে দশম শ্রেণীর এই পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে সোদপুর সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের পড়ুয়ারা। আইসিএসই পরীক্ষায় দেশের মধ্যে সম্ভাব্য দ্বিতীয় এবং রাজ্যের সম্ভাব্য প্রথম হয়েছে এই স্কুলের ছাত্রী অনুষ্কা ঘোষ। ৫০০ মধ্যে তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৮। অর্থাৎ ৯৯.৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছে অনুষ্কা। শুধু অনুষ্কাই নয়, সোদপুর সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের আর এক পড়ুয়া মেঘাত্তা সাহা ৯৯.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছে। ওই স্কুলের আর এক ছাত্রী জিজ্ঞা সাঁধু ৯৯.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছে। পড়ুয়াদের এহেন দুর্দান্ত ফলে বেজায় খুশি সোদপুর সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে পরিচালন সমিতির সদস্যরা। কৃতী অনুষ্কার কথায়, মায়ের কাছে টপার হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে পেরে ভীষন খুশি। অনুষ্কা জানিয়েছে, 'পড়ার জন্য কোনরকম বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। সময় পেলেই সে বই নিয়ে বসে পড়তাম। দিনে চার থেকে ছয় ঘণ্টা পড়েছি। পড়ার ফাঁকে কবিতা লিখে কিংবা গান শুনে সময় কেটেছে।' নিজের মাকে 'শক্তির স্তম্ভ' বলে অভিহিত করেন এই কৃতী পড়ুয়া। ভবিষ্যতে অনুষ্কা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তে চায়। আর এক কৃতী পড়ুয়া মেঘাত্তা সাহা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

কলকাতা পুরসভার কোয়ার্টারের ছাদে খুন সাফাইকর্মীর ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভার কোয়ার্টারের ছাদে এক যুবককে কোপানোর অভিযোগ উঠল। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, নিহতের নাম নীতীশ রবি দাস (১৮)। নিহতের বাবা কলকাতা পুরসভার সাফাইকর্মী। ফুলবাগানের একটি কোয়ার্টারে থাকতেন তাঁরা। এই ঘটনায় অভিযুক্ত আকাশ হরিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, কোয়ার্টারের ছাদে নেশা করতে গিয়েছিলেন এক যুবক। তাঁকে বাধা দেন নীতিশ। সেই সময় বচসা শুরু হয় দু'পক্ষের। আচমকা ওই যুবক নীতিশকে কোপায় বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রতি রাতে কোয়ার্টারের ছাদে শুতে যেতেন তিনি। রবিবারও গিয়েছিলেন। রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ ছাদে পৌঁছন আকাশ হরি নামে ওই কোয়ার্টারেরই এক আবাসিক। তাঁর বাবাও কলকাতা পুরসভার ঝাড়ুদার। অভিযোগ, ছাদে গিয়ে নেশার ঘোরে নীতীশের জলের বোতল মাটিতে ফেলে দেন আকাশ। নীতীশ আপত্তি জানালে তাঁদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। তখনই আকাশ ছুরি দিয়ে নীতীশের বুকে পর পর বার কয়েক কোপ মারেন বলে অভিযোগ। এর পর আকাশ সেখান থেকে পালিয়ে যান। পরে নীতীশের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মমতার কটাক্ষের জবাব, দিদিগিরি সহ্য করবেন না বলে সরব রাজ্যপাল

'আমাকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিদিগিরি সহ্য করব না।'

সিভি আনন্দ বোস, রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে শ্লীলতাহানির ঘটনা নিয়ে রাজ্যপালকে বিঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত শুক্রবারই পূর্ব বর্ধমানের রায়নার সভা থেকে বোসকে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারই প্রেক্ষিতে সোমবার কলকাতায় ফিরে রাজ্যপাল বলেন, তাঁকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিদিগিরি সহ্য করবেন না। রাজ্যপালের এই মন্তব্যকে অবশ্য কটাক্ষ করতে ছাড়েননি রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, রাজ্যপালের এই মন্তব্যে স্পষ্ট মহিলাদের প্রতি ওঁর দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তোলেন রাজভবনের এক অস্থায়ী কর্মী। তা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘিরে যখন তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি, সেই সময় রাজভবনেই ছিলেন না বোস। রাজভবন সূত্রে খবর, শুক্রবারই তিনি চেন্নাই গিয়েছেন। এর পর সোমবার তিনি কলকাতা ফেরেন। কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়েই আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে। সিভি আনন্দ বোস বলেন, 'রাজ্যপাল রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকেন। ভোটের সময় সেই রাজ্যপালকেই রাজনীতির আঙিনায় নিয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আমার সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা বলেছেন। কিন্তু আমি কখনও ওঁর সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করিনি।'

যদিও রাজ্যপালের 'দিদিগিরি' মন্তব্য নিয়ে একহাত নিয়েছেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অন্য দিকে, শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়ে প্রকাশ্য নির্বাচনী প্রচার সভা থেকেই রাজ্যপালের দিকে আঙুল তুলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রায়নার সভায় মমতা বলেছেন, 'একটা ছোট্ট মেয়ে রাজভবনে চাকরি করত। তার সঙ্গে কী ব্যবহার করেছেন মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়? কালকে মেয়েটির কান্না আমার হৃদয় বিদারণ করেছে।' মেয়েটি রাজভবনে কাজ করতে যেতে ভয় পাচ্ছে।

এর জবাবই সোমবার দেন রাজ্যপাল। শুরু থেকেই তিনি শ্লীলতাহানির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এদিন তিনি বলেন, 'আমাকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিদিগিরি সহ্য করব না।'

ব্যক্তি বিশেষ নয় রাজভবনে শ্লীলতাহানি কাণ্ডে মূল অভিযোগ নিয়ে তদন্ত হচ্ছে

জানাল লালবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজভবনে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘিরে সরগরম রাজ্য-রাজনীতি। তবে সোমবার লালবাজার জানিয়েছে, কলকাতা পুলিশের বিশেষ অনুসন্ধান দল তদন্ত করছে তরুণীর মূল অভিযোগ নিয়ে। কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় জানান, রাজভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। তবে, রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ চাওয়া হলেও, তা এখনও হাতে পৌঁছয়নি বলেও দাবি তদন্তকারীদের। গত বৃহস্পতিবার রাজভবনের এক অস্থায়ী মহিলা কর্মী অভিযোগ করেন, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তাঁর শ্লীলতাহানি করেন। হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগও দায়ের করেন। যদিও অভিযোগ খারিজ করে দেন সি ভি আনন্দ বোস। এই ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক যোগসাজশ রয়েছে বলেই মনে করছেন তিনি। আর তার পরই রাজভবনের তরফে বিবৃতি জারি করা হয়। সংবাদমাধ্যমে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার অভিযোগ রাজভবনে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এমনকী ভোটের সময় পুলিশ রাজভবনে প্রবেশের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

ইতিমধ্যে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে কলকাতা পুলিশ। এ প্রসঙ্গে রবিবার আরও একবার বিবৃতি জারি করেন রাজ্যপাল। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা বিবৃতিতে সংবিধানের ৩৬১ (২), (৩) ধারার উল্লেখ রয়েছে। ওই ধারা অনুযায়ী, স্বপদে থাকাকালীন কোনও রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্ত করা যেতে পারে না। তাঁকে গ্রেপ্তার করাও সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত, রাজভবনের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ চেয়েছিল পুলিশ। তারা জানিয়েছিল, এই অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশের কী করণীয়, সে বিষয়ে আইন এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তার পর রবিবার রাজ্যপাল বিবৃতি দিয়ে সংবিধানের ৩৬১ (২), (৩) ধারার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সেখানে রাজ্যপালের বিশেষ রক্ষাকবচের কথা বলা হয়েছে। তাই পুলিশ কোনও তদন্ত করতে পারে না বলে জানিয়ে দেন রাজ্যপাল।

আইসিএসই ও আইএসসির ফলপ্রকাশ রাজ্যের ছাত্রীরা টেক্কা দিয়েছে ছাত্রদের

রামমোহন মিশন হাইস্কুলে আইসিএসই-তে সাফল্যের আনন্দ। সম্ভাব্য চতুর্থ অর্কপ্রভ ভুঁইঞা।

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইসিএসই (দশম) এবং আইএসসি (দ্বাদশ) -এর ফল প্রকাশ হয়েছে সোমবার। দু'টি পরীক্ষাতেই রাজ্যের ছাত্রীরা টেক্কা দিয়েছে ছাত্রদের। আইএসসিতে পাশের হারে প্রথম উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি। দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে দেশের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি। ২০২৪-এর আইসিএসই পরীক্ষায় রাজ্যের পড়ুয়াদের পাশের হার ৯৯.২২ শতাংশ। এ বছর দশমের ফলাফল পরীক্ষা শেষের ৩৭ এবং দ্বাদশের পরীক্ষা শেষের ৪৮ দিনের মাথায় প্রকাশ করা হল। চলতি বছরের পরীক্ষার ফলাফলে নজর কেড়েছে রাজ্য।

দশম শ্রেণির আইসিএসসি পরীক্ষায় সাড়া-জাগানো ফলাফল করে উত্তীর্ণ হল ওদলাবাড়ি ডন বসকো স্কুলের ছাত্র স্বপ্নজিত বিশ্বাস। মালবাজারে বাড়ি স্বপজিতের। পরীক্ষায় ৯৯.৪০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে স্বপ্নজিত খুশির হাওয়া মালবাজার শহরে। ডন বসকো স্কুলের প্রিন্সিপাল ফাদার টিজো থমাসের দাবি অনুযায়ী, স্বপ্নজিত রাজ্যে সম্ভাব্য প্রথম হওয়ার পাশাপাশি সারা দেশে সম্ভাব্য তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। স্বপ্নজিতের এহেন সাফল্যে তার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ফাদার খুবই খুশি। খুশির হাওয়া মালবাজার শহরেও। আইসিএসই পরীক্ষায় দেশের মধ্যে সম্ভাব্য দ্বিতীয় এবং রাজ্যের সম্ভাব্য প্রথম হয়েছে সোদপুর সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্রী অনুষ্কা ঘোষ। ৫০০ মধ্যে তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৮। অর্থাৎ ৯৯.৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছে অনুষ্কা।

প্রসঙ্গত, এ বছর থেকে 'কম্পার্টমেন্ট এগজাম'-এর আয়োজন করবে না কাউন্সিল। পরীক্ষার্থীরা তাদের খাতা পুনর্মূল্যায়ন (রি-ইভ্যালুয়েট) বা ফলাফল পুনর্বার দেখা (রি-চেক)-এর জন্য আবেদন করতে পারবে। এ ছাড়া, সর্বাধিক দু'টি বিষয়ে 'ইম্প্রুভমেন্ট এগজাম' দিতে পারবে পরীক্ষার্থীরা।

বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধের, নিছকই দুর্ঘটনা! তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাগুইহাটির দেশবন্ধু নগরে এবি৮/ ২৯ জয়াভবনের তিন তলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল ৭৮ বছরের এক ব্যক্তির। মৃতের নাম শান্তিভূষণ রায়ের। পুলিশ সূত্রে খবর, বাগুইহাটি দেশবন্ধু নগর দুপুর ১২ টা নাগাদ তিনি ছাদে উঠেছিলেন। আচমকা ভারী কিছু পড়ার শব্দ হয়। দেখা যায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন ওই ব্যক্তি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শান্তিভূষণ রায়ের। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় আরজি কর হাসপাতালে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, তাঁরা একটি ভারী বস্তু পড়ার আওয়াজ পান। সেই সময় একজন সাফাই কর্মী কাজ করছিলেন। তাঁর পায়ের কাছে পড়ে ওই ব্যক্তির শরীরটি। ওই সাফাই কর্মীই সবাইকে খবর দেন। তবে এই ঘটনা নিছকই দুর্ঘটনা নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য, সমস্তটাই তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তবে স্থানীয় সূত্র মারফত খবর ছাদে শান্তিভূষণবাবু প্রায়ই যেতেন গাছ পরিচর্যার জন্য। সেই মতো সোমবারও গিয়েছিলেন গাছে জল দেওয়ার জন্য। তবে কীভাবে পাঁচিল টপকে পড়ে গেলেন, তা নিয়ে তৈরি হচ্ছে রহস্য। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিধাননগরে গাছ ভেঙে ব্যাহত যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সল্টলেক ডিএফ ব্লকে আচমকাই রাস্তার ওপর ভেঙে পড়ল এক বিশালাকার গাছ। উল্টোডাঙামুখী লেন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় এই গাছ পড়ায়। এরফলে সাময়িকভাবে ব্যাহত হয় যানচলাচল। সূত্রের খবর, সোমবার সকালে ডিএফ ব্লকের একটি দেবদারু গাছ আচমকাই ভেঙে পড়ে। আর এই গাছের ঠিক নীচেই ছিল একটি প্রাইভেট গাড়ি। যেটি পুলিশ বিভাগের নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। গাছের বিশাল ভার সহ্য করতে না পেরে গাড়ির ছাদ একেবারে তুবড়ে যায়। তবে গাড়িতে এই সময় কেউ না থাকায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে বলে মনে করেছেন স্থানীয়রা। এই ঘটনায় উত্তর বিধাননগর থানার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সাব ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ মণ্ডলের গাড়ির উপরই ভেঙে পড়ে গাছটি। এদিন আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস রয়েছে দমকা হাওয়া বইতে পারে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে তা বইতে পারে। তবে তার আগেই সাময়িক দমকা হাওয়ায় দেবদারু গাছের একটা অংশ ভেঙে এই কাণ্ড।

সত্তর ঊর্ধ্বদের জন্য চালু হবে আয়ুষ্মান ভারত, জানালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারের সহযোগিতা ছাড়াই পশ্চিমবঙ্গে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করবে বিজেপি সরকার। ৭০ বছরের বেশি বয়সী বরিষ্ঠ নাগরিকরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। তারা সরাসরি অনলাইনে এই প্রকল্পে নথিভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নথিভুক্তির পর নির্দিষ্ট হাসপাতালগুলিতে বিনামূল্যে চিকিৎসা করাতে পারবেন তাঁরা। লোকসভা নির্বাচনের আবহে সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে এমনই প্রতিশ্রুতি দিতে দেখা গেল বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। পাশাপাশি এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির 'সংকল্প পত্র'এর আর নানা দিক তুলে ধরেন তিনি।

রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প লাগু নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূলের বিবাদ নতুন নয়। রাজায় রাজায় যুদ্ধে যদিও আসলে বলি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ তা এদিন বুঝিয়ে দেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পায় একটি পরিবার। এই প্রকল্পের অধীনে থাকলে গোটা দেশে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু তৃণমূলের দাবি, এই প্রকল্প রাজ্যের স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের নকল করে বানানো হয়েছে। এদিকে এই প্রকল্পে কেন্দ্রের তরফ থেকে ৬০ শতাংশ টাকা যেমন দেওয়া হয় ঠিক তেমনই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দিতে হয় ৪০ শতাংশ টাকা। তার পরেও প্রকল্পের নথিতে থাকে প্রধানমন্ত্রীর নাম ও ছবি। যা মানতে রাজি নন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়া নির্দিষ্ট আর্থিক শ্রেণিতে অবস্থান করলে তবেই এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যায়। যার ফলে বহু মানুষের বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে এদিন সুকান্তবাবু বলেন, 'রাজ্য সরকারের সহযোগিতা ছাড়াই পশ্চিমবঙ্গে আয়ুষ্মান ভারত লাগু করবে মোদি সরকার। এজন্য রাজ্য সরকারকে কোনও টাকা দিতে হবে না।'

এই প্রসঙ্গে সুকান্তবাবু এদিন এও মনে করিয়ে দেন, এতে যেমন বৃদ্ধ , বৃদ্ধাদের চিকিৎসা নিয়ে উদ্বেগ শেষ হবে তেমনই পরিবারের ওপরেও তাঁদের চিকিৎসা করানোর আর্থিক চাপ কমবে। বিজেপির দাবি, নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তায় ভয় পেয়ে রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প লাগু করতে দিচ্ছে না মমতার সরকার। এর জেরে বঞ্চিত হচ্ছেন কয়েক কোটি রাজ্যবাসী। তাদের দাবি, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প শুধুমাত্র চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা। এই প্রকল্পে কোথাও চিকিৎসা করানো যায় না।

এর পাশাপাশি বিজেপি রাজ্য সভাপতি প্রতিশ্রুতি দেন বিজেপির থেকে লদীর ভাণ্ডার-এর মতো প্রায় একই ধরনের প্রকল্প অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে দেওয়া হবে প্রায় ৩ গুণ টাকা।

এদিকে এদিনের এই সাংবাদিক বৈঠকে উঠে আসে রাজ্যপালের প্রসঙ্গও। এই প্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য সভাপতি জানান, তাঁর ধারণা এটি আদতে সাজানো একটি ঘটনা। কারণ, যেখান থেকে ভিডিওটি ভাইরাল করা হয়েছে সেই সোশ্যাল সাইটটি তৈরি করা হয়েছে ঘটনার কিছুদিন আগেই, সূত্রে এমনও খবর রয়েছে তাঁর কাছে।

আশীর্বাদ নিতে শ্যামনগরে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতার বাড়িতে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কয়েকদিন আগেই প্রাক্তন বাম সাংসদ তড়িৎবরণ তোপদারের ব্যারাকপুরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এবার বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতার শ্যামনগর শরৎ পল্লির বাড়িতে গিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। সোমবার তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের জোটের আহ্বায়ক বিপুল ঘোষাল ওরফে টিকলা-র বাড়িতে যান। বিপুল বাবুর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তিনি মিনিট ১৫ কথাবার্তা বলেন। সাক্ষাৎ শেষে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং জানান, ঘোষাল পরিবারের সঙ্গে তাঁর বহু পুরানো সম্পর্ক। নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন বলে টিকলা দার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর কথায়, সমস্ত প্রার্থীই টিকলা দার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসতে পারেন। তবে উনি কাকে ভালোবাসেন, সেটা অবশ্য সময় বলবে। তাঁর দাবি, রাজনীতিতে যেমন সৌজন্যতা আছে তেমনই সৌজন্যতার মধ্যে রাজনীতি লুকিয়ে আছে।

অন্য দিকে, কংগ্রেস নেতা বিপুল ঘোষাল বলেন, অর্জুন সিং তাঁর কাছে ভাইয়ের মতো। অর্জুন প্রার্থী হয়েছে, তাই বাড়িতে ভোট চাইতে এসেছে। দাদা হিসেবে ওকে বিজয়ী হওয়ার আশীর্বাদ দিয়েছি। বামেদের ভোট কি এবার রামে যাবার সম্ভবনা রয়েছে, এই প্রশ্নের উত্তরে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা বিপুল ঘোষাল বলেন, 'কংগ্রেসের ভোট রামে যাবে না। কারণ, কংগ্রেসের মূল প্রতিপক্ষ তো বিজেপি।' বিপুল বাবুর সংযোজন, ২০১৯ সালে বামেদের ১৫-১৬ শতাংশ ভোট রামে গিয়েছিল। এবারও বামেদের ভোট রামে যেতে পারে। কিন্তু বামেরা যদি ভোট ফিরিয়ে আনতে পারে, তাহলে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাম দলটা হয়তো ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু ২০১৯ সালের মতোই যদি এবারও বামেদের ভোট রামে যায়। তাহলে বামেদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কলেজের পরিবেশ নিয়ে বিশেষ পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলেজের পরিবেশ নিয়ে এবার বিশেষ পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। সোমবার এক অধ্যাপিকার বিরুদ্ধে ওঠা মানহানির মামলায় অভিযোগ খারিজ করার পাশাপাশি কলেজের জন্য বিশেষ কিছু গাইডলাইনও দেওয়া হয় কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে। আদালত সূত্রে খবর, এদিন বিচারপতি শম্পা (দত্ত) পাল উল্লেখ করেন, কলেজের পড়াশোনায় প্রভাব পড়ছে রাজনীতির। ফলে কলেজের মূল উদ্দেশ্য চাপা পড়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, সোমবার মামলায় আবেদনকারী অধ্যাপিকা জানান, ২০১৫ সালে কলকাতার একটি কলেজে চাকরিতে যোগ দেন তিনি। কিন্তু তাঁর নিয়োগে খুশি ছিল না বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল সমর্থিত ছাত্র সংসদ। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা পর্যন্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পরে ওই অধ্যাপিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় কলেজ সম্পর্কে মানহানিকর মন্তব্য করেছেন। তবে হাইকোর্ট এই মানহানির মামলা সোমবার খারিজ করে দেয়। এদিন এর পাশাপাশি বিচারপতি শম্পা (দত্ত) পাল জানান, এরপর থেকে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কী কী মাথায় রাখতে হবে তা নিয়েও। আদালতের তরফ থেকে জানানো হয়, পড়াশোনার ভাল পরিবেশ রাখতে হবে কলেজে। পড়ুয়াদের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করতে হবে। একইসঙ্গে দক্ষতার সঙ্গে বিষয়গুলি পড়ানোর নির্দেশও দেয় আদালত। সঙ্গে নজর দিতে হবে শিক্ষা পদ্ধতির দিকেও। এর পাশাপাশি আদালতের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, কলেজে স্বচ্ছতা থাকা জরুরি। কলেজের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সব বিষয়েই স্বচ্ছতা রাখতে হবে। একইসঙ্গে পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সে ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে। পাশাপাশি সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা আরও বাড়াতে হবে, যাতে পড়ানোর ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। এছাড়াও কলেজের নীতি মাথায় রেখে কাজ করতে হবে। নিজেদের দক্ষতা আরও বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে।

সম্পাদকীয়

ডারউইনের সময় যে ধর্মতন্ত্র বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিল, সেই বিবর্তনবাদকে কেন বাদ দিতে চাওয়া হচ্ছে

সিলেবাসের বোঝা কমানোর নামে কেন্দ্রীয় শিক্ষা পর্ষদ (সিবিএসই) দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি থেকে বিবর্তনবাদের তত্ত্ব বাদ দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকে নিন্দা জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানী মহল এর প্রতিবাদে খোলা চিঠি প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে, এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞানের এই মৌলিক আবিষ্কারের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে এবং এই কাজ তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-পদ্ধতি গড়ে তোলার পথে অন্তরায় হবে। কারণ, জীবজগৎ যে নিয়ত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আছে, এবং বিবর্তন যে একটি নিয়ম নির্ধারিত প্রক্রিয়া, কোনও ঐশ্বরিক শক্তির ভূমিকা যে এখানে নেই, এই চিন্তা ডারউইনের সময় থেকে যুক্তিবাদী চিন্তার অঙ্গ। ডারউইন ছিলেন আপাদমস্তক বিজ্ঞানী। ১৮৩১-১৮৩৬ সালে বিগল জাহাজে ভ্রমণের সময় তিনি বিশাল তথ্যভান্ডার সংগ্রহ করেন। তার পরও তথ্য সংগ্রহ চালিয়েছেন। ১৮৪৪ সালে তিনি বিবর্তন সংক্রান্ত ধারণার খসড়া প্রস্তুত করেন। একশো ভাগ নিশ্চিত হওয়ার পরে ১৮৫৯ সালে অন দি অরিজিন অব স্পিসিস বইটি প্রকাশ করেন। মনে পড়ে, কয়েক বছর আগে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী সত্যপাল সিংহের একটি বক্তব্য। তিনি বলেন, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভুল'। কারণ, আমাদের পূর্বপুরুষরা কোথাও উল্লেখ করেননি যে, তাঁরা কখনও কোনও বাঁদরকে মানুষ হতে দেখেছেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের লেখা কোনও বই বা গল্পগাথায় এ ধরনের ঘটনার উল্লেখ নেই। তাই বিজ্ঞানের বই থেকে এই তত্ত্বকে বাদ দিতে হবে। সে দিন অনেকেই এর প্রতিবাদ করেছিলেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় তিনটি বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি (দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি, নিউ দিল্লি; ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস, বেঙ্গালুরু; এবং দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস, প্রয়াগরাজ) এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছিল; মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বিবর্তনবাদের তত্ত্ব, যাতে ডারউইনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। বিবর্তনের তত্ত্বের বাস্তবতা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কোনও বিতর্ক নেই। এটি এমন একটি তত্ত্ব, যার ভিত্তিতে এমন বহু অনুমান করা সম্ভব হয়েছে, যেগুলো পরবর্তী কালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। মন্ত্রীর মন্তব্যকে সে দিন অনেকে ব্যক্তিগত অজ্ঞতার বিষয় বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু বিষয়টা যে তা ছিল না, মন্ত্রী যে কেন্দ্রে শাসন পরিচালনায় নিযুক্ত একটি গোষ্ঠীর মতকেই প্রতিধ্বনিত করেছিলেন, তা সিবিএসই'র ঘোষণার মধ্য দিয়ে এখন প্রকাশ পেল। কিন্তু কেন এই পদক্ষেপ? এর মূল কারণ হল, ডারউইনের বিবর্তনবাদ সৃষ্টির পিছনে কোনও এক অজানা-অচেনা, অথচ শক্তিশালী সৃষ্টিকর্তার ভূমিকাকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিয়েছে। বিবর্তনবাদের এই তত্ত্ব প্রমাণ করেছে যে, এক প্রজাতি থেকে আর এক প্রজাতির সৃষ্টি একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। কোনও ঐশ্বরিক শক্তির ভূমিকা ছাড়াই প্রাকৃতিক নিয়মে তা ঘটে। ফলে ধর্মতাত্ত্বিকরা ভীষণ বিপদে পড়ে গেলেন। কোপারনিকাসের সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের পরে ধর্মতাত্ত্বিকদের আশ্রয় ছিল জীবজগৎ, বিশেষ করে মানুষের সৃষ্টি। কোনও ঐশ্বরিক শক্তির ভূমিকা ছাড়া এটা সম্ভব নয়; এই বিশ্বাসই ছিল তাঁদের শক্তির শেষ আশ্রয়স্থল। কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনবাদ জীবজগৎ সৃষ্টির পিছনে প্রাকৃতিক নিয়মের কথা প্রমাণ করে দেওয়ায় তা ধর্মতাত্ত্বিকদের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিল। তাই ডারউইনের জীবদ্দশাতেই তীব্র আক্রমণ শুরু হয়েছিল, এখনও যা অব্যাহত আছে। আজ এটা স্পষ্ট যে, মন্ত্রীর সুপারিশ এবং সিবিএসই-র সিদ্ধান্ত কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ডারউইনের জীবদ্দশায় যে ধর্মতন্ত্র বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শাণিয়েছিল, আজ তাদের উত্তরসূরিরাই বিবর্তনবাদকে পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। পাঠ্যক্রম সঙ্কোচনের কথাটা নেহাতই অজুহাতমাত্র। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এর ফল হবে সুদূরপ্রসারী।

জন্মদিন

আজকের দিন

শান্তিদেব ঘোষ

১৯১০ বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শান্তিদেব ঘোষের ন্মদিন।
১৯৩০ বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় চার্লস স্টিফেনের জন্মদিন।
১৯৮৫ বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় কিংশুক দেবনাথের জন্মদিন।

ভারতরত্ন সত্যজিৎ রায়, যার সৃষ্টির ঐতিহ্যে আমরা নিমগ্ন হয়ে আছি

পল্লব মিত্র

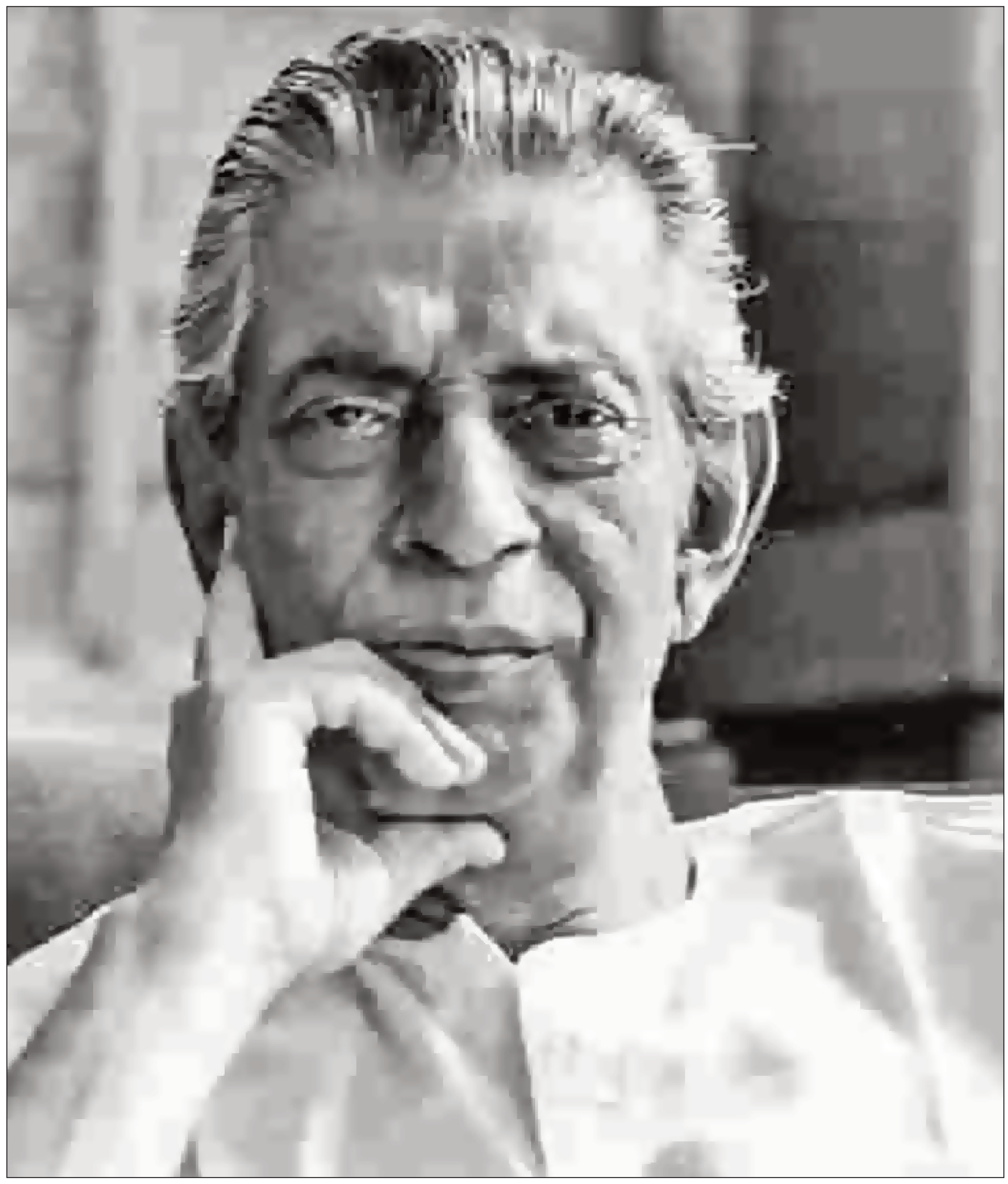

প্রয়াণের পর ৩২ বছর কেটে গেলেও আজও তাঁর অনন্য কীর্তির প্রতি আমরা সততই শ্রদ্ধাশীল স্মরণীয় সেই ব্যাক্তিত্ব সত্যজিৎ রায়। ২ মে যার ১০৪তম জন্মদিন ছিল। যার ঠাকুরদাদা স্বনামখ্যাত শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আর বাবাও ছিলেন সকলের প্রিয় শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়। পরম্পরায় আস্থাশীল হয়ে ছোট থেকেই সত্যজিৎ সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, চিত্রকলা;এককথায় সৃষ্টি ও মননের এক বিশাল ভারবাহী প্রতিভা ছিলেন তিনি।

১৯২১ সালের ২ মে উত্তর কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীটে তাঁর জন্ম। মাত্র আড়াই বছর বয়সেই পিতৃহীন হন তিনি। মাতৃদেবী কঠোর পরিশ্রমে একমাত্র পুত্র সত্যজিৎকে সুশিক্ষিত করেছিলেন। ভবানীপুরে আত্মীয়ার বাড়িতে বাস করে আস্তে আস্তে পুত্রকে বড় করেন তিনি।

স্বামী সুকুমার রায় মারা যাবার পর তিন বছরের পুত্রকে নিয়ে কবিগুরুর অনুরোধে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন তিনি। তিন বছরের শিশুর সেই ছিল কবিগুরুর সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ। সত্যজিৎ সটান রবীন্দ্রনাথের কাছে বাড়িয়ে দেন তার বিশিষ্টদের অটোগ্রাফ নেবার খাতাটি। সস্নেহে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বলেন খাতাটি রেখে যাও, কাল এসে নিয়ে যাবে। পরের দিন সকালে কবিগুরুর কাছে, সেই খাতার খোঁজে পৌঁছে যায় শিশুটি, তখন রবীন্দ্রনাথ অবাক হয়ে যান, কারন সেই অটোগ্রাফের খাতাটিকে তিনি কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না, কিছুক্ষন খুবই উৎকণ্ঠায় কাটার পর একটি বড় বই এর পাশ থেকে উদ্ধার হল খাতাটি। যেখানে ছিল মনিমুক্তার মত সেই কবিতা— 'বহু দেশ ঘুরে বহু পথ দূরে। পরবর্তীকালে বহু বহুস্থানে এই কবিতাটি উদ্ধৃত করা হয়েছিল। কিন্তু সর্বপ্রথম এই কবিতাটি নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ছোট্ট সত্যজিতের হাতে। যা আজও সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন তাঁর পরিবার। বালীগঞ্জ সরকারি বিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ এর অর্থনীতির কৃতি ছাত্র সত্যজিৎ, স্নাতক হয়েই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্তি হন। সময়টা ১৯৪০ সাল। ইতিপূর্বে কলেজে সত্যজিতের সহপাঠী ছিলেন ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি আবু আইয়ুব চৌধুরী সহ পরবর্তীকালের বহু খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। শান্তিনিকেতনে মাষ্টারমশাই নন্দলাল বসু, শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়য়, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরও অনেকের কাছেই কলা ভবনে শিল্প চর্চা করেছিলেন, কন্তি আড়াই বছর চর্চার পর কেমন যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন সত্যজিৎ। ফিরে এলেন কলকাতায়। সন্ধান করলেন নানান কাজকর্মের। জুটেও গেল বিলাতি একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় বানিজ্যিক শিল্পীর কাজ। এই কাজটি তাঁর বেশ পছন্দও হয়েছিল। যুবক বয়সেই সত্যজিৎ নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞাপনের ভাষা ও বানিজ্যিক চিত্রাঙ্কনের অভিনব ব্যবহারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বানিজ্যিক বিজ্ঞাপন জগতে এক অনন্য শিল্পস্রষ্ঠা হিসাবে।

ছোট থেকেই পারিবারিক ব্যক্তিগত সংগ্রহে নানান পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রেকর্ড ছিল, ফলে সেই জগতে ঘোরাফেরা ও শোনার এক দুলর্ভ সুযোগ ঘটেছিল তাঁর। এই সব অনন্য বিদেশী গানের রেকর্ড বারবার শুনে তিনি সঙ্গীতের এক বিশেষ উপলব্ধী অর্জন করেছিলেন। পাশাপাশি সিনেমা মাধ্যমটির প্রতি তাঁর আকর্ষন ছিল ছোট থেকেই। সুযোগ পেলেই বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্ছিত্র গুলি বারবার দেখে বোঝার চেষ্টা করতেন এই সব ছবির স্রষ্ঠাদের সৃষ্টির রহস্যর কাহিনী। বিখ্যাত জাপানি পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়ার ছবি ''বাইসাইকেল থিফ'' ছবি দেখে সেই যুবক বয়সে অভিভূত হন যে এই ধরনের বিষয় এত সুন্দর ভাবে বাস্তব চিত্রের মাধ্যমে এত সফল চলচ্চিত্র তৈরি করা সম্ভব এই প্রশ্নই তাকে তাড়িয়েছে তাঁর জীবনের শুরুর অনেকগুলি বছর। পাশাপাশি ইওরোপ আমেরিকার ভালো সিনেমা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল ছবি তৈরির ভাবনায়। ১৯৫৪ সালে বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় এর ''পথের পাচাঁলী'' বারবার পাঠ করে এটিকে সিনেমায় রূপ দেবার কথা ভাবেন। নানান পারিবারিক অসুবিধা ও আর্থিক অসুবিধা এক্ষেত্রে বাধা হয়। শেষ মেষ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় সরকারি পূর্ত দফতরের বাজেট থেকে আর্থিক অনুদান দিয়ে সত্যজিৎকে সাহায্য করেন পাথের পাঁচালী তৈরির কাজে। ১৯৫৫ সালে নিউইয়র্কে এই ছবিটি প্রথম দর্শকদের দেখানো হয়। তুমুল উৎসাহ উদ্দীপনা গড়ে ওঠে সেই আমেরিকা থেকে। ১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাসে দক্ষিন কলকাতার বসুশ্রী সিনেমা হলে ভারতে পথের পাঁচালীর প্রথম প্রদর্শন হয়। তারপরে সমস্ত ঘটনাইতো ইতিহাস।

কলকাতা থেকে ভারত ও বিশ্বের নানান প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বিখ্যাত সব চলচ্চিত্র উৎসবের প্রধান প্রধান চলচ্চিত্র পুরস্কারগুলি জমা হয়েছিল পথের পাঁচালীর ঝুলিতে। এরপর পরম উৎসাহে নিজের ডিজে কিমারের বড় চাকরি ছেড়ে সিনেমা তৈরির কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন সত্যজিৎ। পরবর্তী তিন দশকে তিনি তৈরি করেন ২৮টি বাংলা ছবি আর একটি হিন্দি সিনেমা ''শতরঞ্জ কি খিলাড়ি''। এর পাশাপাশি ছিল আটটিস্বল্প দৈর্ঘ্যর তথ্যচিত্র যেমন ''রবীন্দ্রনাথ'', ''সুকুমার রায়'' ''ইনার আই'', ''দ্য সিকিম'', ''বালা'' প্রভৃতি আমাদের কাছে তুলে ধরে আর এক সত্যজিতের পরিচয়।

এবার সত্যজিতের পত্রিকা সম্পাদনা ও নানান লেখালেখি প্রসঙ্গে আলোচনায় আসা যাক। ছোটদের মাসিক সন্দেশ পত্রিকা সত্যজিতের বাবা একসময় সম্পাদনা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল তা বন্ধ থাকে। ১৯৬০ সালে তিনি বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর অনুরোধে সন্দেশ পত্রিকা আবার প্রকাশ হতে শুরু করে। সম্পাদনায় ছিলেন সত্যজিৎ ও লীলা মজুমদার।। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল লেখা সংগ্রহের বিষয়ে। কিছুটা বাধ্য হয়েই কলম ধরলেন সত্যজিৎ বিদেশী গল্পের বাংলা অনুবাদ এর কাজে আর আর নিজেও করলেন রহস্যরোমাঞ্চ গল্প লেখার সূত্রপাত। মজার কথা সন্দেশে প্রকাশিত বিদেশী অনুবাদের গল্প শিশু কিশোরদের কাছে প্রভূত আগ্রহের সৃষ্টি করে। ঐ দেখাদেখি আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী তাদের ছোটদের তৎকালীন পাক্ষিক পত্রিকা আনন্দমেলার জন্য সত্যজিৎকে অনুরোধ জানাল বিভিন্ন লেখা প্রকাশের জন্য। পাশাপাশি দেশ পত্রিকার জহুরি সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে সত্যজিতের পারিবারিক যোগসূত্র ছিল। সাগরময়বাবু ধরলেন, রহস্যরোমাঞ্চ উপন্যাস লেখার চেষ্টা কর। শুরু হল ফেলুদা সিরিজের পথ চলা।

১৯৬৫ সাল থেকে প্রত্যেক শারদীয়া দেশ সংখ্যায় একটি করে রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যায় লিখতে শুরু করছেল যা পাঠক মহলে অভূত পূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সাগ্রহে উপভোগ করছিলেন সাহিত্যর নবীন এই লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত সব লেখার স্বাদ নেবার জন্য। একসময় আনন্দবাজারের আনন্দমেলা কিশোর পত্রিকার জন্য প্রায় জোড় করেই লেখানো হল শঙ্কু কাহিনি। এই ভাবে ক্রমেক্রমে প্রস্ফুটিত হল বাংলা লেখার জগতে এক অনন্য নাম সত্যজিৎ রায়। একটি তথ্যর থেকে জানা যায়, ৭০ সাল থেকে ৯০ সাল পর্যন্ত বাংলা প্রকাশনার জগতে সবচেয়ে বেশি নতুন বই বিক্রি হত সত্যজিৎ রায়ের লেখা যেকোন নতুন গ্রন্থ। যার প্রথম মুদ্রনই শুরু হত ৩৩০০ কপি দিয়ে। এই পরিসঙ্গে আর একটি তথ্যও উল্লেখ করা যায়। সত্যজিতের প্রায় সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন আনন্দ পাবলিশার্স, ইংরাজি ব্যতিত। যার সংখ্যা প্রায় ৫৫টির কাছাকাছি। লেখকদের বার্ষিক রয়ালটির হিসাব থেকে জানা যায় ৮০র দশকের শেষে সত্যজিৎ প্রায় বার্ষিক কোটি টাকার উপরে রয়ালটি পেতেন তাঁর বই বিক্রির থেকে। আর কোন বাঙালি লেখকের ক্ষেত্রে এই বিরাট পরিমান রয়ালটি প্রদান ভাবা সম্ভব ছিল না।

সত্যজিতের সম্পাদনায় সন্দেশ পত্রিকা পাঠক মহলে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রথম সারির সমস্ত লেখকরা সত্যজিতের নাম থাকার জন্যই সন্দেশে তাদের লেখা প্রকাশের জন্য সাগ্রহে দিতেন। মজার কথা সিনেমার এই বিশ্বখ্যাত ব্যাক্তিত্ব কিভাবে বাংলা লেখালেখির জগতেও বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন সেটাও ছিল বহু মানুষের কাছে চর্চার বিষয়। যাইহোক আনন্দবাজার পত্রিকা ও আনন্দ পাবলিশার্স সত্যজিতের সৃষ্ট সমস্ত বাংলা লেখালেখি সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল অবশ্যই সেই সব গ্রন্থের বাণিজ্যিক সফলতার কথা মাথায় রেখেই। দিল্লি, বোম্বে, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর সহ ইংরাজি বড় প্রকাশনাগুলিও গভীর আগ্রহ নিয়ে সত্যজিতের বাংলা লেখার অনুবাদ প্রকাশ করে বিশ্বের দরবারের পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ভাবতে বিস্ময় জাগে যে, সিনেমা তৈরি, নানান ডকুমেন্টারি তৈরির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফিল্ম উৎসবে অতিথি হয়ে যোগদানের পরেও প্রভূত ব্যস্ততার মধ্যেও কিভাবে অভিনব বিষয়ভিত্তিক নানান সাহিত্যসম্ভার সৃষ্টি করেছিলেন তিনি।

এবারে আলোচনা করা যাক তাঁর বাণিজ্যিক শিল্পী অসামান্য প্রচ্ছদ অঙ্কনের বিচিত্র নেপথ্য কাহিনী। ছাত্র অবস্থা থেকেই আধুনিক শিল্পের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল আর ছিল তাঁর স্বকীয় চিত্র অঙ্কনের দক্ষতা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আধুনিক বিশ্বের নানান দেশের ছাপা কাজ চাক্ষুস করা আর মানুষের ভালোলাগা সম্পর্কে বোধ তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। ''এক্ষনের'' মত পত্রিকার বিভিন্ন প্রচ্ছদ, বা ৫০ এর দশকের গোড়ায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর বিখ্যাত গ্রন্থ ''পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ'' তে অসাধারণ অক্ষরবিন্যাস এর মাধমে যে অভিনব রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন সত্যজিৎ তা পাঠকমহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। বিপুল ব্যস্ততার মধ্যেও বন্ধুবান্ধবদের ও লেখক অগ্রজদের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রচ্ছদ অলংকরণ করে দিতেন তিনি। তার আকাঁ প্রচ্ছদ মানেই ছিল অন্য মাত্রার কাজ।

১৯৭৬ সালে অমল ভট্টাচার্য স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন সত্যজিৎ রায় একাডেমি অফ ফাইন আর্টর্স প্রেক্ষাগৃহে। সম্ভবত সেই প্রথম খুব কাছ থেকে ওনার সঙ্গে বর্তমান নিবন্ধকারের সাক্ষাৎকারের সুযোগ ঘটে। ঐ অনুষ্ঠানে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উন্মোচন করেছিলেন সত্যজিতের ইংরাজিতে লেখা গ্রন্থ ''আওয়ার ফিল্মস, দেয়ার ফিল্মস''। এর ঠিক ১৪ মাস পরে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর প্রয়াণের ১৫ দিন পরেই আচার্যকে নিয়ে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। দেশবিদেশের শতাধিক লেখককে সুনীতিকুমার সম্পর্কে লেখার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। অনেক চিন্তা ভাবনার পরে সত্যজিৎ রায় ফুলস্কেপ চারপাতা সাদাকাগজে লিখেছিলেন একটি নিবন্ধ ''তাঁর স্মৃতিতে সুনীতি কুমার প্রসঙ্গ''। ১৯৮৫ সালে গ্রন্থটি প্রকাশের পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে গ্রন্থটি তাঁর হাতে তুলে দিতে উল্টেপাল্টে বইটি দেখে ও লেখক সূচি দেখে বেশ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। এরপরে ১৯৮৭ সালে নাভানা প্রকাশনা থেকে কৃতি বাঙালিদের জীবন ও কর্ম নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিই। প্রথম গ্রন্থটি ছিল ''বিষয় সত্যজিৎ'' লেখক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় বইটি ছিল ''অন্য রবিশঙ্কর'' লেখক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, পরের বইটি ছিল ''অচেনা মৃণাল সেন'', লেখক চিত্র সমালোচক স্বপনকুমার ঘোষ। দুভার্গ্যবশতঃ কিছু কারীগরি সমস্যা ঘটায় মৃণাল সেনের আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থটি প্রকাশ পায়নি। সত্যজিতের বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর লিখিত অনুমতি নিয়েছিলাম। গ্রন্থটি প্রকাশ উপলক্ষে বিড়লা তারামন্ডল হলে ১৯৮৮ সালের ৪ আগষ্ট সন্ধ্যায় ''সত্যজিৎ ও বাংলা সিনেমা'' বিষয়ে একটি আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। মৃণাল সেন, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মমতাশঙ্কর, নিশীথরঞ্জন রায়, দুলেন্দ্র ভৌমিক, আনন্দশঙ্কর সহ বিশিষ্টজনেরা আলোচনা করেন বাংলা সিনেমায় সত্যজিতের অবদান নিয়ে। এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই মৃণাল সেন উন্মোচন করেন ''বিষয় সত্যজিৎ'' বইটি। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় নাভানা প্রকাশনার তরফ থেকে। ঐ দিনই সকাল ১০টায় সত্যজিতের বাড়িতে গিয়ে তাঁর হাতে নাভানা প্রকাশনার পক্ষ থেকে মুদ্রিত গ্রন্থটি এবং শাল ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সেই অনুষ্ঠানে ভিক্টর ব্যানার্জি, আলোকচিত্রি নিমাই ঘোষ, সত্যজিৎ পত্নী বিজয়া রায়, পুত্র সন্দীপ রায় ও নাভানার পরিচালকবৃন্দের সঙ্গে আমি হাজির ছিলাম। উল্লেখ্য নাভানা থেকে সত্যজিতের ব্যক্তিগত বন্ধু চিন্মোহন স্নেহানবিশ, সুধী প্রধান, ঐতিহাসিক সুশোভন সরকারর বিভিন্ন বই এর প্রচ্ছদ বিনা পারিশ্রমিকে একেঁ দেন সত্যজিৎ।

একাত্তর বছরের জীবনে তিনি যেমন আমাদের উজার করে দিয়েছেন, তাঁর সৃষ্টির বিনিময়ে সারা বিশ্ব থেকে তাঁকে সম্মান, পুরস্কার ও শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশজন সৃষ্টিশীল পরিচালকের মধ্যে তাকে গন্য করা হত। ম্যানিলা থেকে ম্যাগসেসে পুরস্কার, ফরাসি দেশের সব্বোর্চ্চ সম্মান ''লিজিঁও অফ অনার'' তাঁর হাতে তুলে দেন ফরাসি রাষ্ট্রপতি মিতেরো। বিশ্বের সিনেমা জগতের সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার অস্কারও তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল। ভারতে দাদাসাহেব ফালকে সম্মান, ভারতরত্ন, বিশ্বভারতীর সাম্মানিক দেশিকোত্তম ছাড়াও বিশ্বের ও ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যলয় থেকে তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট প্রদান করা হয়েছে। তাঁর প্রয়াণের পর ভারত সরকার তাঁর স্মৃতিতে কলকাতার কালিকাপুরে গড়ে তুলেছেন ''সত্যজিৎ রায় ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট''। আর একাডেমি চত্বরে তাঁরই ভাবনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৈরি করেছেন নন্দন চলচ্চিত্র কেন্দ্র, যার আমৃত্যু সভাপতি ছিলেন সত্যজিৎ রায়। কয়েক বছর আগে তাঁর দীর্ঘদিনের বাসস্থান বিশফ লেফ্রয় রোড এর নাম পরিবর্তন করে কলকাতা পুরসভা নাম রাখে ''সত্যজিৎ রায় ধরনী''। তাঁর প্রয়াণের পর ৩২ বছর কেটে গেল, কিন্তু আজও আমাদের কাছে সদাজাগ্রত হয়ে আছে তাঁর সৃষ্ট শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির সুবিশাল ভান্ডার। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে আমাদের অন্তরের নমস্কার।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভোট পর্বের আগে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করতে তদারকিতে মালদার জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করল জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে সোমবার মালদা কলেজ এবং মালদা পলিটেকনিকে ডিসিআরসি কেন্দ্রগুলি তদারকি করলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তাঁর সঙ্গেও জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারাও উপস্থিত হয়েছিলেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের উত্তর ও দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের মোট ১৪৪ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকছে। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের ২১ টি নাকা পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত ভোট কেন্দ্রগুলিতে বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা এবং ওয়েবকাস্টিং পরিষেবা। যদিও উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে কোনো মডেল বুথ নেই। তবে এই কেন্দ্রে মহিলা পরিচালিত বুথের সংখ্যা ৩৩। ভোট কর্মীর সংখ্যা ৮ হাজার ১৯০। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মোট সাতটি বিধানসভার মধ্যে রয়েছে- পুরাতন মালদা, হবিবপুর, গাজোল, চাঁচল, রতুয়া, মালতিপুর এবং হরিশ্চন্দ্রপুর। এই লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা রয়েছে ১৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ১১৬। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ৫৫ জন। পুরুষ ভোটার রয়েছে ৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩৩৩। মহিলা ভোটার রয়েছে ৯ লক্ষ ১৩ হাজার ৭২৮ জন। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পুরাতন মালদা পুরসভাটি শহর কেন্দ্রিক। তাই এই পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের ৬১ টি বুথ রয়েছে। এই কেন্দ্রের সাধারণ পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন বিবেক যাদব, পুলিশ পর্যবেক্ষক রয়েছে চিরুভাল্লু শ্রীকান্ত। অন্যদিকে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের একইভাবে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর মোতায়েনের পাশাপাশি নাকা পয়েন্ট থাকছে ১৯ টি। ১০০ শতাংশ বুথে ক্যামেরা এবং ওয়েবকাস্টিং পরিষেবা থাকবে। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে মোট মহিলা পরিচালিত বুথের সংখ্যা ২৭। ৪টি মডেল বুথ করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে ভোট কর্মীর সংখ্যা ৫৭৬৮। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ইংরেজবাজার, মানিকচক, সুজাপুর, মোথাবাড়ি, বৈষ্ণবনগর, ফারাক্কা, সামশেরগঞ্জ। ফারাক্কা এবং সামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র দুটি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। এই লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮২৬। পুরুষ ভোটার রয়েছে ৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪৪৩। মহিলা ভোটার রয়েছে ৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৪৫। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ৪৮ জন। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে মোট বুথের সংখ্যা ১৭৫৯। এই লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে পড়ে ইংরেজবাজার পুরসভা। আর এই পুরসভার ২৯ টি ওয়ার্ডে মোট ২১৫ টি বুথ রয়েছে। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সাধারণ পর্যবেক্ষক রয়েছেন নাভদীপ শুক্লা এবং পুলিশ পর্যবেক্ষক রয়েছেন চিরুভাল্লু শ্রীকান্ত।

যতদিন বাংলায় তৃণমূল থাকবে ততদিন মা-বোনেদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থাকবে

পাণ্ডুয়ার জনসভায় বললেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডুয়া: হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রচনা ব্যানার্জির সমর্থনে সোমবার বিকালে পাণ্ডুয়ায় জনসভা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। তিনি এই জনসভায় বিজেপিকে একহাত নিলেন তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সাধারণ মানুষের ভোটে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল নির্বাচিত হন। আপনারা সাধুবাবা এদের বাঘ, ইঁদুর করেছেন, তাই এদের যোগ্য জবাব দিন। আগামী ২০ তারিখ এদের নেংটি ইঁদুর করে দিন। বিজেপি সংবাদমাধ্যম বিচার ব্যবস্থা, ইডি, সিবিআই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করছে। আপনারা তৃণমূলকে সমর্থন করেছেন, সমর্থন রাখুন।

আজ পুরুলিয়ার গুড়গুড়িয়া মাঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা, রেকর্ড জমায়েত করার লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: নির্বাচনী প্রচারে ফের এক মাসের ব্যবধানে আজ মঙ্গলবার দুপুরে পুরুলিয়ায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার অন্তর্গত পাড়া ব্লকের গুড়গুড়িয়া মাঠে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতোর সমর্থনে সভা করার কথা রয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পুরুলিয়ার পাড়ার গুড়গুড়িয়া মাঠের সভা শেষ করে সেখান থেকে বাঁকুড়ার পাত্রসায়েরে দ্বিতীয় সভা করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। পুরুলিয়ার পাড়ার সভাস্থল কানায় কানায় ভরিতে তুলতে তৃণমূলের জেলা থেকে ব্লক নেতৃত্ববৃন্দরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ২০১৬ সালের পর দীর্ঘদিন বাদে পাড়ার গুড়গুড়িয়া মাঠে ফের মুখ্যমন্ত্রী সভা করতে আসায় মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে থেকে দেখতে ও তিনি কি বার্তা দেবেন তা শুনতে ব্যাপক কৌতূহল রয়েছে দলের নেতা কর্মী থেকে সমর্থকদের মধ্যে। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে পাড়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী উমাপদ বাউরির সমর্থনে গুড়গুড়িয়ার এই মাঠে মুখ্যমন্ত্রী সভা করে গিয়েছিলেন। আর সেই বার উমাপদ বাউরি জয়ী হয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর এবার সেই মাঠে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতোর সমর্থনে সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। আজকের মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যাতে রেকর্ড ভিড় হয় সেই লক্ষ্যে গত কয়েকদিন ধরে গোটা পাড়া বিধানসভা এলাকায় ছোট বড় প্রচুর বৈঠক ও সভা হয়েছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি পুরুলিয়াতে এসে পাড়া ও কাশীপুর বিধানসভার দায়িত্ব দিয়ে যান খোদ জেলা সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়াকে। এরপরই পাড়াতে মুখ্যমন্ত্রীর সভা করার সিদ্ধান্ত নেন শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিকে সোমবার সকালে গুড়গুড়িয়ার মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলের পাশেই হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান করা হয়। কার্যত দু'দিন আগে থেকেই মাঠেই পড়ে রয়েছেন পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলের সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া, প্রাক্তন বিধায়ক উমাপদ বাউরি, পাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীপক কুম্ভকার সহ পাড়া ও রঘুনাথপুর ২ ব্লক তৃণমূলের নেতৃত্ববৃন্দরা।

ইংডিয়ন বৈঁক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

বরাকর ব্রাঞ্চ
বিশাল আনন্দ কমপ্লেক্স, ওল্ড চেক পোস্টের নিকট
জিটি রোড, বরাকর, থানা - কুলটি, পশ্চিম বর্ধমান,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ৩২৪

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বরাকর ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ০৩.০৫.২০২৪ অনুযায়ী ০৪.০৫.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ সহ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বরাকর ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** কর্তৃক নিম্নলিখিত **ঋণগ্রহীতাগণ : শ্রীমতি শিউলি গাঙ্গুলি,** স্বামী শ্রী স্বপন গাঙ্গুলি এবং **(২) শ্রী স্বপন গাঙ্গুলি,** পিতা প্রয়াত উমাপদ গাঙ্গুলি, **উভয়ের ঠিকানা :** এল সি মোড়, কুলটি, পোস্ট এবং থানা - কুলটি, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল, পিন - ৭১৩ ৩৪৩ কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা : ১. শ্রীমতি শিউলি গাঙ্গুলি** স্বামী শ্রী স্বপন গাঙ্গুলি এল সি মোড় কুলটি, পো এবং থানা : কুলটি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩৪৩। **২. শ্রী স্বপন গাঙ্গুলি,** পিতা প্রয়াত উমাপদ গাঙ্গুলি এল সি মোড় কুলটি, পো এবং থানা : কুলটি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩৪৩। **জামিনদাতা : শ্রী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়** পিতা প্রয়াত উমাপদ গঙ্গোপাধ্যায় কোয়ার্টার নং ৬/ও, স্ট্রিট নং ৪৭, চিত্তরঞ্জন, পিন : ৭১৩৩৩১। **খ) বরাকর শাখা**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং সিও, চতুর্থতলে (২ বিএইচকে) মৃন্ময়ী কমপ্লেক্স, নিউ রোড, কুলটি, পো এবং থানা : কুলটি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, কুলটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ৭২, আসানসোল পৌর সংস্থার, মৌজা : কুলটি, জেএল নং ১৬, জি টি রোড, আরএস প্লট নং ১০৫১, আরএস খতিয়ান নং ১০৮, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৪৩, পশ্চিমবঙ্গ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৫৫ বর্গফুট রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-২৮০৯ তারিখ ১৭ আগস্ট ২০১৭। **চৌহদ্দি** : উত্তরে : জি টি রোড, দক্ষিণে : শ্রী রাজের ভবন, পূর্বে : অতুল চন্দ্র মন্ডলের ভবন, পশ্চিমে : শ্রী মিশ্রর ভবন।	**১২,৪৩,০৫৪.০০ টাকা** (বারো লাখ তেতাল্লিশ হাজার চুয়ান্ন টাকা) টাকা **০৩.০৫.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ ০৪.০৫.২০২৪ থেকে	**ক) ২৩,২০,০০০.০০ টাকা (*)** (তেইশ লাখ কুড়ি হাজার টাকা) **খ) ২,৩২,০০০.০০ টাকা** (দুই লাখ বত্রিশ হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB50327899800** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

আরও বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য, যোগাযোগ করুন : আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং - ৭৫০৭৭ ৩৩০০৬/৮১৩৫০ ২৪০৪৩

পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০৬.০৬.২০২৪ থেকে ০৭.০৬.২০২৪ সকাল ১০টা থেকে ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১২.০৬.২০২৪; সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "**১৮০০১০২৫০২৬**" এবং "**০১১-৪১১০৬১৩১**" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৩.০৫.২০২৪
স্থান : বরাকর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড
(পূর্বেকার, এলঅ্যাণ্ডটি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
পঞ্জীকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা : এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সি এস টি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের নিকটে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই – 400 098.
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

সংশোধনীয় বিষয়

এটা 23.04.2023 তারিখে কোলকাতায় বিজনেস স্ট্যাণ্ডার্ড এবং একদিন সংবাদপত্রে বিক্রী বিজ্ঞপ্তি বিষয়ে অ্যাকাউন্ট নাম শ্রী **মেসার্স বসুন্ধরা,** অনুগ্রহ করে পড়ুন :

(1) নিলাম তারিখ 10.05.2025 পরিবর্তে 10.05.2024
(2) নিলাম বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য বিবরণ অপরিবর্তিত থাকবে।

অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফিন্যান্স লিমিটেড

পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক
(একটি সরকারী সংস্থা)
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK
(A Govt of India Enterprise)

প্রধান কার্যালয় : নটবর পাল রোড, চ্যাটার্জি পাড়া মোড়, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া ৭১১১০১
বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস
চৌধুরী মার্কেট, বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
ফোন: (০৩৪২) ২৬৬২৮৯০,২২৬৬৩৩৯৫,২৬৬৩৪১২, ২৬৬৩৪২৫,২৬৬৩৪৩০,২৬৬২৯৮৭ ফ্যাক্স: (০৩৪২) ২৫৬১১৮১,
আমাদের ইমেল করুন **: burdwanro.rm@mail.pbgb.co** -তে
দখল বিজ্ঞপ্তি [রুল-৮(১)] পরিশিষ্ট- ৪, (স্থাবর সম্পত্তির জন্য),

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক, হাওড়া আঞ্চলিক অফিস এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪ নং) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নেবর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নোক্ত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণকে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক, উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহনের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর ফেরত দিতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ-কে বিশেষভাবে ও জনগণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতিকী দখল নিয়েছেন উক্ত রুলের রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সাব সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে বর্ণিত তাঁদের নামের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন ও এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নীচে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক ও তদুপরি সুদ পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্কের ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা, জামিনদার এর নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির এবং দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমান (টাকায়)
১.	**ঋণগ্রহীতা:** জনাব আশাদুল মোল্লা, পিতা-সাহাদুল মোল্লা, এবং **আপিয়া বিবি, স্বামী-আশাদুল মোল্লা, ঠিকানা:** গ্রাম ও পোস্ট-ভোজপুর, মাঝেরপাড়া, থানা- মন্তেশ্বর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ। **গ্যারান্টার : শূন্য** **শাখা-: মালডাঙ্গা।**	মৌজা- খানপুর, জেএল নং- ১১, এলআর খতিয়ান নং- ৩৭২৪ ও ৩৭২৫, প্লট নং- ৯০৩/১৫১৭, এলাকা ২.৭৫ শতক, জমির প্রকৃতি, ডাঙ্গা- তে নির্মিত জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার থানা- মন্তেশ্বর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, জনাব আশাদুল মোল্লা, পিতা-সাহাদুল মোল্লা, ও আপিয়া বিবি, স্বামী- আশাদুল মোল্লা -এর নামে সম্পত্তি টি আছে, ২০১৫ সালের বন্ধকী দলিল নং-আই-৩৬২, এডিএসআর অফিস মন্তেশ্বর। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :**-পূর্বে- ব্দ কার্তিক রাজক, পশ্চিম- অহিত রায়, উত্তর- বিভূতি ভূষণ মন্ডল, দক্ষিণ-সাগীর সেখ দ্বারা।	১৪/০৯/২০২৩ এবং ০২/০৫/২০২৪	(১) ৩,৭০,৮৫৭.০০ টাকা **(তিন লক্ষ সত্তর হাজার আটশো সাতান্ন টাকা মাত্র)** ০৪/০৮/২০২৩ অনুযায়ী (৩১/০১/২০২৩ পর্যন্ত সুদ চার্জ করা হয়েছে) এবং ২) ৭৫,৬১৮.০০ টাকা **(পঁচাত্তর হাজার ছয়শো আঠারো টাকা মাত্র)** ১৯/০৮/২০২৩ অনুযায়ী (৩১/০১/২০২৩ পর্যন্ত সুদ চার্জ করা হয়েছে) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।
২.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী কাঞ্চন মল্লিক,** পিতা--প্রয়াত মনোয়ার হোসেন মল্লিক, গ্রাম- রায়পুর, পোস্ট-রামগোপালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৩. **গ্যারান্টার- জনাব সাইফুর রহমান মল্লিক, ঠিকানা:** গ্রাম- রায়পুর, পোস্ট-রামগোপালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা: রামগোপালপুর।**	মৌজা- ধরমপুর, জেএল নং- ৫৭, দাগ/প্লট নং- ১৩৪১, খ তিয়ান নং- ২৯২, জমির প্রকৃতি- বাস্তু, থানা- গলসি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, জমির এলাকা- ৩.৭৫ শতক তে , জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বন্ধক দলিল নং আই , ২৬০৩ সাল-২০০৫, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী কাঞ্চন মল্লিক, পিতা-প্রয়াত মনোয়ার হোসেন মল্লিক। **সীমানা :** পূর্ব- গ্রামের রাস্তা, পশ্চিম- নিজের বাড়ি, উত্তর- খালি জমি, দক্ষিণ- অন্যদের খালি জমি দ্বারা।	২৭/১২/২০১৭ এবং ০৩/০৫/২০২৪	৮,২৮,২৯৮.৯০ টাকা **(আট লক্ষ আঠাশ হাজার দুইশো আটানব্বই টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র)** ২৬-১২-২০১৭ অনুযায়ী (৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত সুদ চার্জ করা হয়েছে) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।
৩.	**ঋণগ্রহীতা: জনাব মাহাবুল হক মোল্লা,** পিতা- প্রয়াত দাউদ আলী মোল্লা, ঠিকানা- গ্রাম- রায়পুর, পোস্ট-রামগোপালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৩. পশ্চিমবঙ্গ। **গ্যারান্টার- ইয়ারুন্নেশা বেগম** স্বামী- মাহাবুল হক মোল্লা, ঠিকানা- গ্রাম- রায়পুর, পোস্ট-রামগোপালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৩। **শাখা: রামগোপালপুর।**	মৌজা- ধর্মপুর, জেএল নং- ২৪, এলআর খতিয়ান নং- ৪২৫/৩, এলআর প্লট নং- ৬৭০/১৭৬৩, জমির এলাকা ১০ শতক,, জমির প্রকৃতি-বাস্তু, থানা-- গলসি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান এর অধীনে নির্মিত জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। মাহাবুল হক মোল্লার নামে সম্পত্তিটি আছে, ১৯৭৭ সালের বন্ধকী দলিল নং আই-৯৩৭৯।	৩০/০৮/২০২৩ এবং ০৩/০৫/২০২৪	(১) ৯,১৯,০১৫.০০ টাকা **(নয় লক্ষ উনিশ হাজার পনের টাকা মাত্র)** ০৬/০৭/২০২৩ অনুযায়ী (৩০/০৪/২০২৩ সুদ চার্জ করা হয়েছে এবং (২) ২৮,৩৪২.০০ টাকা (আঠাশ লক্ষ তিনশো বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ৩১/০৭/২০২৩ অনুযায়ী (৩১/০১/২০২৩ পর্যন্ত সুদ চার্জ করা হয়েছে) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।
৪.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী মুক্তা কর্মকার,** স্বামী- সন্তোষ কর্মকার, গ্রাম- লোওয়া, পোস্ট-দ্বারনারী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **গ্যারান্টার: সন্তোষ কর্মকার,** পিতা- ষষ্ঠীপদ কর্মকার, গ্রাম- লোওয়া, পোস্ট-দ্বারনারী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা: রামগোপালপুর।**	মৌজা- লোয়া, জেএল নং- ১৭, এলআর প্লট নং- ৬৯৩, এলআর খতিয়ান নং- ২৭৫১, জমির এলাকা- ৫ শতক, জমির প্রকৃতি- বাস্তু, থানা - গলসি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান অধীনে নির্মিত জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল , শ্রীমতী মুক্তা কর্মকারের নামে সম্পত্তিটি আছে, বন্ধকী দলিল নং আই- ২৪৮৪/২০১৫। চতুর্দিক **পরিবেষ্টিত :**-পূর্ব- গ্রামের রাস্তা, পশ্চিম, পুকুরপাড়, উত্তর- কাবুল ব্যানার্জির জমি, দক্ষিণ- নয়ন ব্যানার্জির জমি দ্বারা।	৩০/১১/২০২৩ এবং ০৩/০৫/২০২৪	৩,৭৫,৯৪২.০০ টাকা **(তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার নয়শো বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র)।** ২২/১১/২০২৩ অনুযায়ী হিসাবে (৩০/১১/২০২২ পর্যন্ত সুদ চার্জ করা হয়েছে) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।

তারিখ: ০৭.০৫.২০২৪
স্থান: বর্ধমান
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস

ইংডিয়ন বৈঁক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি,
পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩, ই-মেল Z715@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত "**যেখানে যে অবস্থায় আছে**", "**যেখানে যা আছে**" **এবং** "**যেখানে যেমন আছে**" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১২.০৬.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম গ) সম্পত্তির ফটো	সম্পত্তির বিস্তারিত সম্পত্তির অবস্থান	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া নথি	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ ছ) সম্পত্তির ফটো জ) সম্পত্তির ভিডিও
শ্রী বিক্রম সিং পিতা শ্রী গোপাল সিং, শিব দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক বি, ৫মতল, ফ্ল্যাট নং ৪০৫, সাপুইপাড়া ইস্ট, গ্রাম : সাপুইপাড়া বাসুকাটি, থানা : নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা : হাওড়া, পব, ৭১১২২৭। শ্রীমতি কাঞ্চনা দেবী, স্বামী শ্রী বিক্রম সিং, শিব দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক বি, ৫মতল, ফ্ল্যাট নং ৪০৫, সাপুইপাড়া ইস্ট, গ্রাম : সাপুইপাড়া বাসুকাটি, থানা : নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা : হাওড়া, পব, ৭১১২২৭। **শাখা : বেগমপুর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৮৬ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) উত্তর পশ্চিম দিকে ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ৫মতল,শিব দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট নামে ভবনে, ব্লক বি, অবস্থিত জেএল নং ১৪, মৌজা : বালি,আরএস দাগ নং ৬১৮৩, আরএস খতিয়ান নং ৫৮৯, সাপুইপাড়া বাসুকাটি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা : হাওড়া রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া উল্লেখ্য দলিল নং ২৭১৩-২০১৯ সালের তারিখ ০৪.০৪.২০১৯, বুক নং ১, ভলুম নং ০৫০২-২০১৯, পৃষ্ঠা ৯১০১০ থেকে ৯১০৪৪, সম্পত্তি বিক্রম সিং এবং কাঞ্চনা দেবীর নামে। **সম্পত্তির অবস্থান :**	**১৯১৯৭৯৭.০০ টাকা** (উনিশ লাখ উনিশ হাজার সাতশ সাতানব্বই টাকা) (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **০৬.০৫.২০২৪** অনুযায়ী এবং **০৭.০৫.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ **তথ্যাদি :**	ক) ১৬,৪৬,০০০ টাকা খ) ১,৬৪,৬০০ টাকা গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) IDIB50481187894 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী **সম্পত্তির ফটো :** **সম্পত্তির ভিডিও :**
শ্রীমতি সাহানা মিত্র গোস্বামী, স্বামী শ্রী তারক নাথ গোস্বামী, ৩৭৫, সাপুইপাড়া, নিশ্চিন্দা, লালবাড়ি, বালি, হাওড়া, পব, ৭১১২২৭, **শ্রী সম্রাট মিত্র,** পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র মিত্র, ৩৭৫, সাপুইপাড়া, নিশ্চিন্দা, লালবাড়ি, বালি,হাওড়া, পব, ৭১১২২৭। **শাখা : বেগমপুর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৮৮০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি ফ্ল্যাট নং ৫০১, ৬ষ্ঠতলে, দক্ষিণ পূর্ব দিকে জি-৪ তলা ভবনে, অবস্থিত মৌজা : বালি, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ৬২২৩, এলআর দাগ নং ২২৬০৩,আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৩৫, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : বালি, থানা :নিশ্চিন্দা, জেলা : হাওড়া, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৭১-২০১৯ সালের, তারিখ ১১.০১.২০১৯, বুক নং ১, ভলুম নং ০৪০২-২০১৯ পৃষ্ঠা ৭২৫০ থেকে ৭২৮৬, সম্পত্তি সাহানা মিত্র (গোস্বামী) এবং সম্রাট মিত্রর নামে। **সম্পত্তির অবস্থান :**	**১৯১৯৭৯৭.০০ টাকা** (উনিশ লাখ উনিশ হাজার সাতশ সাতানব্বই টাকা) (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **০৬.০৫.২০২৪** অনুযায়ী এবং **০৭.০৫.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ **তথ্যাদি :**	ক) ১৮,৬১,০০০ টাকা খ) ১,৮৬,১০০ টাকা গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) IDIB50472012744 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী **সম্পত্তির ফটো :**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৭.০৫.২০২৪ থেকে ১১.০৬.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১২.০৬.২০২৪ সময় - সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম -
https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট : www.indianbank.in
ই-নিলাম ওয়েবসাইট

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।
নোট : এই বিজ্ঞপ্তি ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতাগ(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যে

তারিখ : ০৭.০৫.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

This advertisement is for information purposes only and not for publication, distribution, or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not cefined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated April 29, 2024 (the **"Letter of Offer"** or **"LOF"**) filed with the BSE Limited (**"BSE"**), Metropolitan Stock Exchange of India Limited (**"MSEI"**) and the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**).

KHOOBSURAT LIMITED

Corporate Identification Number: L23209WB1982PLC034793

Our Company was originally incorporated as Khoobsurat Limited on April 17, 1982, under the Companies Act, 1956, vide Certification of Incorporation bearing registration number 34793 of 1982 issued by the Registrar of Companies, West Bengal. We received Certificate of Commencement of Business dated May 1, 1982, issued by the Registrar of Companies, West Bengal. For details of changes in the registered office of our Company, please refer to the chapter entitled 'General Information' beginning on page no. 36 of the Letter of Offer.

Registered Office: 7A, Bentinck Street, 3rd Floor, Kolkata -700001, West Bengal, India
Tel: +91 33 40617068; **Website:** www.khoobsuratltd.co.in; **E-mail:** khoobsurat.kolkata@gmail.com **Contact Person:** Neha Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTER OF OUR COMPANY: ALOK KUMAR DAS

FOR PRIVATE CIRCULATION TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ONLY

ISSUE OF UP TO 34,95,91,421 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 1/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF Rs.1/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ` NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹ 3,495.91* LAKHS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 50 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 19 FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. MAY 4, 2024. THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1 TIME OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 122.

*** ASSUMING FULL SUBSCRIPTION. SUBJECT TO FINALIZATION OF THE BASIS OF ALLOTMENT.**

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

	ISSUE PROGRAMME	
ISSUE OPENS ON	**LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION***	**ISSUE CLOSES ON#**
WEDNESDAY, MAY 15, 2024	**TUESDAY, MAY 21, 2024**	**FRIDAY, MAY 24, 2024**

** Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.*
 # Our Board will have the right to extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!	*Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details check section on ASBA below.

In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Circulars no. SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12 dated Decedmber 30, 2009, CIR/CFD/DIL/1/2011 dated April 29, 2011 and SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 ("SEBI ASBA Circulars"), all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details "Procedure for Application through the ASBA Process" on page 124 of Letter of Offer.

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Rights Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date. Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those resident Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company. To update respective email addresses/ mobile numbers in the records maintained by the Registrar or us Company, Eligible Equity Shareholders should visit www.purvashare.com. Prior to the issue opening date, the rights entitlement of those resident eligible equity shareholders, among others, who hold equity shares in physical form and whose demat account details are not available with our company or the registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our company. The Rights Entitlements of the Physical Shareholders who do not furnish the details of their demat account to the Registrar not later than two Working Days prior to the Issue Closing Date, i.e., May 24, 2024 shall lapse and and shall not be entitled a to make an application for rights equity shares against their entitlements with respect to the equity shares held in physical form.

PROCEDURE FOR APPLICATION

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, see "Procedure for Application through the ASBA Process" on page no. 124 of this Letter of Offer.

*The Application Form can be used by the Eligible Equity Shareholders as well as the Renouncees, to make Applications in this Issue basis the Rights Entitlement credited in their respective demat accounts or demat suspense escrow account, as applicable. For further details on the Rights Entitlements and demat suspense escrow account, see **"Terms of the Issue - Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders"** on page 133.*

Please note that one single Application Form shall be used by Investors to make Applications for all Rights Entitlements available in a particular demat account or entire respective portion of the Rights Entitlements in the demat suspense escrow account in case of resident Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form as on Record Date and applying in this Issue, as applicable. In case of Investors who have provided details of demat account in accordance with the SEBI ICDR Regulations, such Investors will have to apply for the Equity Shares from the same demat account in which they are holding the Rights Entitlements and in case of multiple demat accounts, the Investors are required to submit a separate Application Form for each demat account.

Investors may apply for the Equity Shares by submitting the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Investors are also advised to ensure that the Application Form is correctly filled up stating therein the ASBA Account (in case of Application through ASBA process) in which an amount equivalent to the amount payable on Application as stated in the Application Form will be blocked by the SCSB.

Applicants should note that they should very carefully fill-in their depository account details and PAN in the Application Form or while submitting application through online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB). Please note that incorrect depository account details or PAN or Application Forms without depository account details shall be treated as incomplete and shall be rejected. For details see *"Terms of the Issue - Grounds for Technical Rejection"* on page 129. Our Company, the Registrar and the SCSBs shall not be liable for any incomplete or incorrect demat details provided by the Applicants.

Additionally, in terms of Regulation 78 of the SEBI ICDR Regulations, the Eligible Equity Shareholders may choose to accept the offer to participate in this Issue by making plain paper Applications. Please note that SCSBs shall accept such applications only if all details required for making the application as per the SEBI ICDR Regulations are specified in the plain paper application and that Eligible Equity Shareholders making an application in this Issue by way of plain paper applications shall not be permitted to renounce any portion of their Rights Entitlements. For details, see "- Making of an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process" beginning on page 248.

Options available to the Eligible Equity Shareholders

The Rights Entitlement Letter will clearly indicate the number of Equity Shares that the Eligible Equity Shareholder is entitled to

If the Eligible Equity Shareholder applies in this Issue, then such Eligible Equity Shareholder can:

i. apply for its Equity Shares to the full extent of its Rights Entitlements; or

ii. apply for its Equity Shares to the extent of part of its Rights Entitlements (without renouncing the other part); or

iii. apply for Equity Shares to the extent of part of its Rights Entitlements and renounce the other part of its Rights Entitlements; or

iv. apply for its Equity Shares to the full extent of its Rights Entitlements and apply for additional Equity Shares; or

v. renounce its Rights Entitlements in full.

Making of an Application Through The ASBA Process

Eligible Shareholders, wishing to participate in this Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with an SCSB, prior to making the Application. Shareholders desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online/ electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Eligible Shareholders should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application.

For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=34.

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application. Our Company, its directors, its employees, affiliates, associates and their respective directors and officers and the Registrar shall not take any responsibility for acts, mistakes, errors, omissions and commissions etc., in relation to Applications accepted by SCSBs, Applications uploaded by SCSBs, Applications accepted but not uploaded by SCSBs or Applications accepted and uploaded without blocking funds in the ASBA Accounts.

Making an Application on Plain Paper under ASBA process

An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above. In such cases of non-receipt of the Application Form through e-mail or physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Registrar or Stock Exchanges. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address or is a U.S. Person or in the United States.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently. The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

i. Name of our Company, being Khoobsurat Limited;

ii. Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);

iii. Folio Number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) / DP and Client ID;

iv. Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to this Issue

v. Number of Equity Shares held as on Record Date;

vi. Allotment option – only dematerialised form;

vii. Number of Equity Shares entitled to;

viii. Number of Equity Shares applied for within the Rights Entitlements;

ix. Number of additional Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for);

x. Total number of Equity Shares applied for;

xi. Total amount paid at the rate of ₹ 1 per Equity Share;

xii. Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB;

xiii. In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained;

xiv. Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;

xv. Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB);

In cases where Multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, as applicable, including cases where a Shareholders submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected. Shareholders are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an application being rejected, with our Company, and the Registrar not having any liability to the Shareholders. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar at www.purvashare.com. Our Company, and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by the SCSB or funds are not blocked in the Shareholders' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

Making of Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date. The Rights Entitlements of the Physical Shareholders who do not furnish the details of their demat account to the Registrar not later than two Working Days prior to the Issue Closing Date, shall lapse.

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company.

Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have opened their demat accounts after the Record Date, shall adhere to following procedure for participating in this Issue:

a) The Eligible Equity Shareholders shall send a letter to the Registrar containing the name(s), address, e-mail address, contact details and the details of their demat account along with copy of self-attested PAN and self-attested client master sheet of their demat account either by e-mail, post, speed post, courier, or hand delivery so as to reach to the Registrar no later than two Working Days prior to the Issue Closing Date;

b) The Registrar shall, after verifying the details of such demat account, transfer the Rights Entitlements of such Eligible Equity Shareholders to their demat accounts at least one day before the Issue Closing Date;

c) The remaining procedure for Application shall be same as set out in "- Making of an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process" mentioned above.

Resident Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on the Record Date will not be allowed renounce their Rights Entitlements in the Issue. However, such Eligible Equity Shareholders, where the dematerialized Rights Entitlements are transferred from the suspense escrow demat account to the respective demat accounts within prescribed timelines, can apply for additional Equity Shares while submitting the Application through ASBA process.

Application for Additional Equity Shares

Shareholders are eligible to apply for additional Equity Shares over and above their Rights Entitlements, provided that they are eligible to apply for Equity Shares under applicable law and they have applied for all the Equity Shares forming part of their Rights Entitlements without renouncing them in whole or in part. Where the number of additional Equity Shares applied for exceeds the number available for Allotment, the Allotment would be made as per the Basis of Allotment finalised in consultation with the Designated Stock Exchange. Applications for additional Equity Shares shall be considered and Allotment shall be made in accordance with the SEBI ICDR Regulations and in the manner as set out in "Basis of Allotment" beginning on page 141. **ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO RENOUNCE THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS CANNOT APPLY FOR ADDITIONAL EQUITY SHARES. NON-RESIDENT RENOUNCEES WHO ARE NOT ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS CANNOT APPLY FOR ADDITIONAL EQUITY SHARES.**

Important Notice:

PROCEDURE FOR RENUNCIATION OF RIGHTS ENTITLEMENTS

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchanges (the **"On Market Renunciation"**); or (b) through an off-market transfer (the **"Off Market Renunciation"**), during the Renunciation Period. The Shareholders should have the demat Rights Entitlements credited/lying in his/her own demat account prior to the renunciation. The trades through On Market Renunciation and Off Market Renunciation will be settled by transferring the Rights Entitlements through the depository mechanism.

Shareholders may be subject to adverse foreign, state or local tax or legal consequences as a result of trading in the Rights Entitlements. Shareholders who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisor or stock-broker regarding any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied for trading in Rights Entitlements.

Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Shareholders on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

Payment Schedule of Issue Equity Shares.

₹1 per Issue Share (including premium of ₹Nil per Issue Share) shall be payable on Application.

Our Company accept no responsibility to bear or pay any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage), and such costs will be incurred solely by the Eligible Shareholders.

1. On Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by trading/selling them on the secondary market platform of the Stock Exchanges through a registered stock-broker in the same manner as the existing Equity Shares of our Company. In this regard, in terms of provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars, the Rights Entitlements credited to the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders shall be admitted for trading on the Stock Exchanges under ISIN INE731G20019 subject to requisite approvals. Prior to the Issue Opening Date, our Company will obtain the approval from the Stock Exchanges for trading of Rights Entitlements. No assurance can be given regarding the active or sustained On Market Renunciation or the price at which the Rights Entitlements will trade. The details for trading in Rights Entitlements will be as specified by the Stock Exchanges from time to time. Since we are a BSE and MSEI listed company. The Rights Entitlements are tradable in dematerialized form only. The market lot for trading of Rights Entitlements is 1 (one) Rights Entitlements. The On Market Renunciation shall take place only during the Renunciation Period for On Market Renunciation, i.e., from May 15, 2024 to May 21, 2024 (both days inclusive). The Shareholders holding the Rights Entitlements who desire to sell their Rights Entitlements will have to do so through their registered stock-brokers by quoting the ISIN INE731G20019 and indicating the details of the Rights Entitlements they intend to trade. The Shareholders can place order for sale of Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account. The On Market Renunciation shall take place electronically on secondary market platform of BSE under automatic order matching mechanism and on 'T+1 rolling settlement basis', where 'T' refers to the date of trading. The transactions will be settled on trade-for-trade basis. Upon execution of the order, the stock-broker will issue a contract note in accordance with the requirements of the Stock Exchanges and the SEBI.

2. Off Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by way of an off-market transfer through a depository participant. The Rights Entitlements can be transferred in dematerialised form only. Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date to enable Renouncees to subscribe to the Equity Shares in the Issue. The Shareholders holding the Rights Entitlements who desire to transfer their Rights Entitlements will have to do so through their depository participant by issuing a delivery instruction slip quoting the ISIN INE731G20019, the details of the buyer and the details of the Rights Entitlements they intend to transfer. The buyer of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt instruction slip to their depository participant. The Shareholders can transfer Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account. The instructions for transfer of Rights Entitlements can be issued during the working hours of the depository participants. The detailed rules for transfer of Rights Entitlements through off-market transfer shall be as specified by the NSDL and CDSL from time to time.

NO OFFER IN THE UNITED STATES

The Rights Equity Shares or Rights Entitlements have not been recommended by any U.S. federal or state securities commission or regulatory authority. Furthermore, the foregoing authorities have not confirmed the accuracy or determined the adequacy of the Draft Letter of Offer/ Letter of Offer/ Abridged Letter of Offer and the CAF. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States. The rights and securities of our Company, including the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act, 1933, as amended (***Securities Act***), or any U.S. state securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States of America or the territories or possessions thereof (***United States or U.S.***) or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as defined in Regulation S under the Securities Act (***Regulation S***), except in a transaction exempt from the registration requirements of the Securities Act. The rights referred to in the Draft Letter of Offer/ Letter of Offer/ Abridged Letter of Offer and the CAF are being offered in India, but not in the United States. The offering to which the Draft Letter of Offer/ Letter of Offer/ Abridged Letter of Offer and the CAF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any securities or rights for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said securities or rights. Accordingly, the Draft Letter of Offer/ Letter of Offer/ Abridged Letter of Offer and the CAF should not be forwarded to or transmitted in or into the United states at any time. Neither our Company nor any person acting on our behalf will accept subscriptions from any person or his agent, if to whom an offer is made, would require registration of the Letter of Offer with the United States Securities and Exchange Commission. Neither our Company nor any person acting on behalf of our Company will accept subscriptions or renunciation from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who our Company or any person acting on behalf of our Company has reason to believe is, either a U.S. person (as defined in Regulation S) or otherwise in the United States when the buy order is made. Envelopes containing CAF should not be postmarked in the United States or otherwise dispatched from the United States or any other jurisdiction where it would be illegal to make an offer under the Draft Letter of Offer/ Letter of Offer/ Abridged Letter of Offer, and all persons subscribing for the Rights Equity Shares and wishing to hold such Rights Equity Shares in registered form must provide an address for registration of the Rights Equity Shares in India. Our Company is making this issue of Rights Equity Shares on a rights basis to the Equity Shareholders of our Company and the Draft Letter of Offer/ Letter of Offer/ Abridged Letter of Offer and CAF will be dispatched to Equity Shareholders who have an Indian address. Any person who acquires rights and the Rights Equity Shares will be deemed to have declared, represented, warranted and agreed, (i) that it is not and that at the time of subscribing for the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, it will not be, in the United States when the buy order is made, (ii) it is not a U.S. person (as defined in Regulation S), and does not have a registered address (and is not otherwise located) in the United States, and (iii) is authorized to acquire the rights and the Rights Equity Shares in compliance with all applicable laws and regulations.

Our Company reserves the right to treat as invalid any CAF which: (i) does not include the certification set out in the CAF to the effect that the subscriber is not a U.S. person (as defined in Regulation S), and does not have a registered address (and is not otherwise located) in the United States and is authorized to acquire the rights and the Rights Equity Shares in compliance with all applicable laws and regulations; (ii) appears to our Company or its agents to have been executed in or dispatched from the United States; (iii) where a registered Indian address is not provided; or (iv) where our Company believes that CAF is incomplete or acceptance of such CAF may infringe applicable legal or regulatory requirements; and our Company shall not be bound to allot or issue any Rights Equity Shares or Rights Entitlement in respect of any such CAF.

Rights Entitlements may not be transferred or sold to any person in the United States.

THIS DOCUMENT IS SOLELY FOR THE USE OF THE PERSON WHO RECEIVED IT FROM OUR COMPANY OR FROM THE REGISTRAR. THIS DOCUMENT IS NOT TO BE REPRODUCED OR DISTRIBUTED TO ANY OTHER PERSON.

Last date for Application

The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is May 24, 2024, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, **subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).**

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in this Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as provided under the heading ***"Terms of the Issue- Basis of Allotment"*** on page 141.

Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges.

Please ensure that the Application Form and necessary details are filled in. In place of Application number, Investors can mention the reference number of the e-mail received from Registrar informing about their Rights Entitlement or last eight digits of the demat account. Alternatively, SCSBs may mention their internal reference number in place of application number.

Receipt of the Rights Equity Shares in Dematerialized Form

PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES APPLIED FOR UNDER THIS ISSUE CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO (A) THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT/ CORRESPONDING PAN IN WHICH THE EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH INVESTOR ON THE RECORD DATE OR THE ISSUE CLOSING DATE, AS THE CASE MAY BE, OR (B) THE DEPOSITORY ACCOUNT, DETAILS OF WHICH HAVE BEEN PROVIDED TO OUR COMPANY OR THE REGISTRAR AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDER HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON THE RECORD DATE, OR (C) DEMAT SUSPENSE ACCOUNT PENDING RECEIPT OF DEMAT ACCOUNT DETAILS FOR RESIDENT ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES FORM/ WHERE THE CREDIT OF THE RIGHTS ENTITLEMENTS RETURNED/REVERSED/FAILED.

Investors shall be Allotted the Rights Equity Shares in dematerialized (electronic) form. Our Company has signed an agreement dated October 18, 2023 with NSDL and an agreement dated October 18, 2023 with CDSL which enables the Investors to hold and trade in the securities issued by our Company in a dematerialized form, instead of holding the Equity Shares in the form of physical certificates.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

LISTING AND TRADING OF THE RIGHTS EQUITY SHARES TO BE ISSUED PURSUANT TO THE ISSUE

The existing Equity Shares are listed and traded on BSE (Scrip Code: 535730); CSE and MSEI (KHOOBSURAT). Though the Equity Shars of the Company are listed on all three exchanges, for all practical purposes there is no compliance to be done on CSE. We had filed the DLOF with BSE and MSEI for approval and with CSE for information purpose only and there is no approval required from CSE. The existing Equity Shares are listed and traded on BSE and MSEI under ISIN 'INE731G01027'. The Rights Equity shall be credited to temporary ISIN which will be frozen until the receipt of the final listing/ trading approvals from the Stock Exchange. Upon receipt of such listing and trading approvals, the Rights Equity Shares shall be debited from such temporary ISIN and credited to the existing ISIN as fully paid-up equity share of our company. Our Company has received "in-principle" approval from BSE and MSEI for listing the Rights Equity Shares through their letters dated April 16, 2024 and April 18, 2024 respectively. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchanges is BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE

It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF MSEI

As required, a copy of the Draft Letter of Offer has been submitted to MSEI. All the comments as intimated by MSEI to us, post scrutiny of the Draft Letter of Offer has been included in this Letter of offer prior to filing Letter of offer with the MSEI.

BANKER TO THE ISSUE AND REFUND BANK: AXIS BANK LIMITED

Dispatch and availability of Issue materials:

In accordance with the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Relaxation Circulars, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent/ dispatched only to the Eligible Equity Shareholders who have provided Indian address. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

Further, the Letter of Offer will be sent/ dispatched to the Eligible Equity Shareholders who have provided Indian address and who have made a request in this regard. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Letter of Offer will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Letter of Offer will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

Shareholders can access the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Equity Shares under applicable laws) on the websites of:

(i) our Company at www.khoobsuratltd.co.in.

(ii) the Registrar at support@purvashare.com.

(iv) the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.msei.in

Eligible Equity Shareholders can also obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e., www.purvashare.com) by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (for Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company (i.e., www.khoobsuratltd.co.in).

Eligible Equity Shareholders who have not received the CAF may apply, along with the requisite application money, by using the CAF available on the websites above, or on plain paper, with the same details as per the CAF available online.

Continue to Next Page.....

ছুটি কাটাতে গিয়ে যৌন হেনস্তার শিকার অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রী

ক্যানবেরা, ৬ মে: যৌন হেনস্তা নিয়ে সরাসরি মুখ খুললেন অস্ট্রেলিয়ার লেবার পার্টির এমপি ব্রিটানি লগুগা। তিনি কুইনসল্যান্ডের এমপি। সমাজমাধ্যমে রবিবার একটি পোস্ট করে তিনি জানান, গত সপ্তাহের শনি ও রবিবার সেন্ট্রাল কুইনসল্যান্ডের ইয়েপ্পন শহরে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন তিনি। শনিবার সেখানে নৈশপার্টি চলাকালীন তাঁর অজান্তে মাদক খাওয়ানো হয় তাঁকে। তার পর করা হয় যৌন হেনস্তা। তখন কিছু বুঝতে না পারলেও পরের দিন, রবিবার শারীরিক অস্বস্তি বোধ করায় তিনি পুলিশের কাছে যান। ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা যায়, তাঁর শরীরে এমন বহু মাদক রয়েছে যা তিনি সজ্ঞানে খাননি বলেই দাবি করেছেন। তার পরেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন ব্রিটনি। তদন্তও শুরু হয়। ব্রিটনি আরও জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি প্রকাশ্যে আনার পরেই আরও বহু মহিলা একই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন তাঁকে। ব্রিটনির দাবি, এই অন্যায় কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এক জন মহিলার নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে ইয়েপ্পন শহরে। তা হলে, কেউ কি নিজের মতো করে নিরাপদ ভাবে আর ছুটি কাটাতে পারবেন না সেখানে? কুইনসল্যান্ডের পুলিশ জানিয়েছে, হেনস্তার সঙ্গে কে বা কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এমসি/ডব্লিউএস/আয়রণার/এসডিএইচ/২৪, তারিখ ঃ ০১.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নম্বর ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে 'সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে' সিলকরা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** ফ্ল্যাটওয়ার্ক ড্রাইং, আয়রণার, ডাবল রোলার ফ্রন্ট ফিড অ্যান্ড রিয়ার রিটার্ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪০,৮০,৪১০.৫০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৮১,৬০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ০৯.০৫.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৫.২০২৪ তারিখে বেলা ৪টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৫.২০২৪ তারিখে বেলা ৪টা। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং কাজের জন্য যোগ্যতার শর্তাবলী সমেত টেন্ডার নথিপত্র www.ireps. gov.in (ওয়েবসাইট URL)-এ দেখা যাবে এবং সেখান থেকে ডাউনলোড করা যাবে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (SDAH-40/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৬৮-৭৩-২৪, তারিখ ঃ ০৩.০৫.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (ইঞ্জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত টিআরআর, লেভেল ক্রসিং, ব্রিজ, স্পেশাল নানাবিধ কাজের জন্য ০৬ (ছয়)টি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ ক্র.নং.-১। টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৬৮-২৪। কাজের বিবরণ ঃ আদ্রা ডিভিসনের আদ্রা-চান্ডিল সেকশনের মধ্যবর্তী ২১টি লেভেল ক্রসিং গেটে এবং আদ্রা-আসানসোল, দামোদর-কালীপাহাড়ী ও রামকানালী-চৌরাসী সেকশনের মধ্যবর্তী ১৮টি লেভেল ক্রসিং গেটে …

… কাজের বিবরণ ঃ আদ্রা ডিভিসনের পিআরআর-কেএসএক্স সেকশনের মধ্যবর্তী কিমি. ৩২৩/পিকে ৭-৮-এ বর্তমান ব্রিজ নং-১ (২x০.৯১৫ মি. স্টোন স্ল্যাব)-এর পাশে ব্রিজ নং-১ (১x৪মি.x২.৭মি. আরসিসি বক্স, বক্স পুশিং পদ্ধতিতে) নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,২৩,২৪,৯৭৩.৪৫ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৩.০৬.২০২৪ দুপুর ৩টা (ক্র.নং. ১ থেকে ৬ প্রতিটির জন্য)। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। (PR-114)

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন

রিজিওনাল ডিরেক্টর কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত

এবং

গোল্ডেন কাস্টিংস অ্যান্ড ইস্পাত লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস : ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৩য় তল, রুম নং ২১২, ৪১এ, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ **(দরখাস্তকারী)**

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে **২০ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে** কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত অবস্থান/পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :

ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৩য় তল, রুম নং ২১২, ৪১এ, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ

দরখাস্তকারীর পক্ষে
গোল্ডেন কাস্টিংস অ্যান্ড ইস্পাত লিমিটেড
আনন্দ কুমার সারোগি

তারিখ : ০৭.০৫.২০২৪ ডিন-০১৫৬৫৫৬৩
স্থান : কলকাতা

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

কেন্দ্রীয় সরকার, কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে
(২০০৯ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ এর সাব রুল ৪ সংস্থান অধীনে)
২০০৮ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৩) এবং ২০০৯ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭(৪) সম্পর্কিত
এবং
টাটা নগর ওয়্যার-রোপস এলএলপি
রেজিস্টার্ড অফিস -
২১, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট সেন্টার পয়েন্ট, ৫মতল, রুম নং ৪৪০, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০০১
সম্পর্কিত
.... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩(৩) অধীনে রেজিস্টার্ড অফিস "**পশ্চিমবঙ্গ**" রাজ্য থেকে "**ঝাড়খণ্ড**" রাজ্যে স্থানান্তরের অনুমতির জন্য সংশ্লিষ্ট এলএলপি কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে। কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে হলফনামা দ্বার সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ রেজিস্টার্ড ডাকে বা স্বয়ং **রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ,** ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে **২১ (একুশ) দিনের** মধ্যে নোটিশ পাঠাতে পারেন এবং একটি কপি আবেদনকারী এলএলপি'র রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

টাটা নগর ওয়্যার-রোপস এলএলপি'র পক্ষে
স্বা/-
হরপ্রীত কাউর
তারিখ : ০৭.০৫.২০২৪ (ডেজিগনেটেড পার্টনার)
স্থান : কলকাতা ডিন- ০০৭০৪৬৩৭
এইচ নং -২০, রোড নং : ১৩, সার্কিট হাউস এরিয়া সোনারি, ইস্ট সিংভূম, জামশেদপুর ঝাড়খণ্ড : ৮৩১০১১, ভারত

TENDER

Sealed Tender is invited for roofs, overhead tanks and other repair works of our Society Buildings. Details may be collected from our Society office Manager, Happy Nook Co-operative Housing Society Ltd. EKTP, Phase-IV, Type-A, Kolkata- 700 107 within 7 day from the date of publication.

আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের হ্রাসের নোটিশ

(সি পি নং : ৭১/কেবি/২০২৩-২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৬৬(৩) অধীনে)

মহামান্য ন্যাশনাল ল' ট্রাইবুনাল "এনসিএলটি", কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃত-কোম্পানির ২৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত "আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের হ্রাস" সম্পর্কিত প্রস্তাব প্রকল্প ১৯ মার্চ ২০২৪ তারিখে এক আদেশবলে অনুমোদন করেছেন নিম্নক্তোমতে :

"ম্যাপেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড এর আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন সংশ্লিষ্ট সময় থেকে ৬৬,৪২,৫৩,২৩০ (ছেষট্টি কোটি বিয়াল্লিশ লাখ তিপ্পান্ন হাজার দুসো ত্রিশ টাকা) টাকা বিভাজিত ৬,৬৪,২৫,৩২৩ (ছয় কোটি চৌষট্টি লাখ পঁচিশ হাজার তিনশো তেইশ টাকা) টাকায় হয়েছে"।

মহামান্য এনসিএলটির উল্লেখ্য ১৯ মার্চ ২০২৪ তারিখের নির্দেশ অনুযায়ী বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করা হল।

আরও অবগত করা হচ্ছে, উক্ত আদেশের প্রত্যয়িত কপি কোম্পানি কর্তৃক কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা অফিসে ৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে দাখিল করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩ মে, ২০২৪ তারিখে ফর্ম নং আরএসসি-৭ শংসাপত্র লাভ করেছে।

ম্যাপেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা লি এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা বিদেশ কুমার রায়
তারিখ : ৭ মে ২০২৪ (কোম্পানি সেক্রেটারি)

সম্পদ বিক্রির নিমিত্ত নোটিশ

জেপিএম এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(CIN : U17120WB2009PTC137865)
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয়

নিলামের তারিখ এবং সময়	৩ জুন ২০২৪
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	৩০ মে ২০২৪
ইওআই এবং অন্যান্য নথি দাখিলের তারিখ	২১ মে ২০২৪
সফল ডাকদাতাদের জানানোর তারিখ	২২ মে ২০২৪
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	২৯ মে ২০২৪

	সম্পদ এবং ব্লক	ব্লক নং	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা দাখিল
১.	স্ট্যান্ডেলোন ভিত্তিতে প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বিক্রয় (ঠিকানা : রিজেন্ট গার্মেন্টস অ্যান্ড অ্যাপারেল পার্ক, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)	এ	২২,০১,৯৭৬/-	২,২০,১৯৮/-

বিক্রয় এবং ই-নিলামের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ইমেল পাঠান : jpmexports.cirp@gmail.com তে।

স্বা/-
অভিষেক গুপ্তা, লিকুইডেটর
জেপিএম এক্সপোর্টস প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত)
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০৩/আইপি-এন০০০১৩৫/২০১৭-২০১৮/১১৪৯৯
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১
তারিখ : ০৭.০৫.২০২৪ রেজি. ইমেল : avishek@optimusresolution.net
স্থান : কলকাতা যোগাযোগের ইমেল : jpmexports.cirp@gmail.com

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	হাকম চাঁদ ওয়াটস জে/ডব্লু অনিল কুমার ওয়াটস	০০০৯৮৩৫	১৯৬৭	৩৬৬২৫০১-৩৬৬৪২৫০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: নিউ দিল্লি নীতিন শর্মা
তারিখ: ০৬ মে, ২০২৪ (কোম্পানি সেক্রেটারি)

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস : কেসিআই প্লাজা, ৫ম তল, ২৩সি আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৯, ভারত
CIN: L65993WB1979PLC032394
ফোন : ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩০০/৬৩৩০/৩১/৩২ **ফ্যাক্স নং** ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩৩৩/৬৩৩৪
ই-মেল: info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com

পর্ষদের সভার বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭-এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা, **সোমবার, ১৩ মে, ২০২৪** তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে **৩১ মার্চ, ২০২৪** তারিখে সমাপ্ত বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা করা হবে।

উক্ত বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ludlowjute.com -এর সঙ্গে সঙ্গে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com -এও পাওয়া যাবে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিঃ-র পক্ষে
স্থান: কলকাতা **স্বা/- প্রতিভা জয়সওয়াল**
তারিখ: ০৬.০৫.২০২৪ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১০২ অধীনে)
অংশু সরাফ (রিদম ওভারসিজ ট্রেড লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা)-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	অংশু সরাফ
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	৫, গোখলে রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০, পশ্চিমবঙ্গ
৩.	জামিনদাতা কর্তৃক প্রেরিত কর্পোরেট ডেটরের নাম	মেসার্স রিদম ওভারসিজ ট্রেড লিমিটেড
৪.	আবেদন অনুমোদনের বিস্তারিত	মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক সি পি (আইবি) নং ৩৮৪/কেবি/২০২১ অনুযায়ী নির্দেশ তারিখ ০২.০৫.২০২৪
৫.	আইবিসি, ২০১৬ অধীনে ব্যক্তিগত জামিনদাতা সম্পর্কিত দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	০২ মে ২০২৪
৬.	প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নীরজ কুমার সুরেকা, **আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং :** IBBI/IPA-001/IP-P01539/2019-2020/12517
৭.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	"সেন্ট্রাল প্লাজা", ৭ম তল,রুম নং এইচ, ৪১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১২ **ইমেল : ipneerajsureka@gmail.com**
৮.	দাবি দাখিলের জন্য প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল :	"সেন্ট্রাল প্লাজা", ৭ম তল,রুম নং এইচ, ৪১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১২ **ইমেল : anshusarafpg@gmail.com**
৯.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	২৮ মে ২০২৪
১০.	দাবি দাখিলের জন্য সম্পর্কিত ফর্ম :	https://ibbi.gov.in/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে শ্রীমতি অংশু সরাফ রিদম ওভারসিজ ট্রেড লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোডের ৯৫ ধারা অধীনে এর লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ০২.০৫.২০২৪ সিপি (আইবি) নং - ৩৮৪/কেবি/২০২১।

অংশু সরাফ-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **২৮ মে ২০২৪** তারিখে ২০১৯ সালের ভারতীয় দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বোর্ডের রেগুলেশন ৭(১) এর অধীনে নির্ধারিত ফর্ম **"ফর্ম বি"**-তে প্রমাণ সহ তাদের দাবিগুলি জমা দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে (কর্পোরেট ঋণদাতাদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টারদের জন্য দেউলিয়াত্ব সমাধান প্রক্রিয়া দফা নং ৮ উল্লিখিত ঠিকানায় রেজুলেশন পেশাদারের কাছে পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা হাতে হাতে বা ক্যুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পোস্টে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড বা অন্যান্য আইন অধীনে।

স্বা/-
নীরজ কুমার সুরেকা
শ্রীমতি অংশু সরাফ প্রস্তাব পেশাদার
তারিখ : ০৭.০৫.২০২৪ আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01539/2019-2020/12517
স্থান : কলকাতা এএফএ সার্টিফিকেট নং : AA1/12517/02/071124/106271 বৈধ : ০৭.১১.২০২৪ পর্যন্ত

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা — পাবলিক নোটিশ

১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **শ্রী প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য এসএআরবি কলকাতা শাখা থেকে** ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছেন **দলিল নং ২২২৯/২০০৫** বন্ধক রেখে এবং সংশ্লিষ্ট দলিল ব্যাঙ্কের হেফাজত থেকে হারিয়ে গেছে।

স্বত্ব দলিলের বিস্তারিত : দলিল নং ২২২৯/২০০৫, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৬৪, পৃষ্ঠা ৩৭১ থেকে ৩৮৬, রেজিস্টার অফিস : এডিএসআর কাশীপুর, দম দম, সম্পত্তি **শ্রী প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্যর** নামে।

উক্ত দলিল হারিয়ে যাওয়া/স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়টি **লেকটাউন থানায়** উল্লেখ্য **জি.ডি. ই. নং ৩৪, তারিখ ০৫.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** নথিভুক্ত হয়েছে। কোনও ব্যক্তির কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ উক্ত সম্পত্তি/দলিল সম্পর্কে থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে দাবি দাখিল করতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

তারিখ : ০৭.০৫.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা — ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

নিলাম অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।

নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.০৫.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত **২৪.০৫.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২৭,৪২,৭৬৪.০০ টাকা ০৩.০৩.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স শুভজিৎ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত,** পিতা শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, কল্যাণ নগর, মজুমদার ভিলা, পো. কল্যাণ নগর, ভায়া পানশিলা, থানা - খড়দহ, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১১২ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **১৪,২০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৪২,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান নং ৭ এবং ৮ পরিমাণ আনুমানিক ২৪০ বর্গফুট একতলা ব্লক : ১, উত্তরদিকে অবস্থিত মৌজা : কেরুলিয়া, হোল্ডিং নং ৮/৫১৩,ওয়ার্ড নং ১৭,ওল্ড ক্যালকাটা রোড, বহুতল ভবন মজুমদার ভিলা নামে এডিএসআরও বারাকপুর অধিক্ষেত্রে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অরুণ কুমার ভাদুরীর ভবন, দক্ষিণে : প্লট নং বি, পূর্বে : ৫ ফুট চওড়া নিকাশি, পশ্চিমে : ওল্ড ক্যালকাটা রোড। **সম্পত্তি কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ২১১৮ তারিখ ০৮.০৩.২০০৬** রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও, বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

সম্পত্তির আইডি : SBIN78272531894

SARB FILE NO. 19530/PR, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭ ২০৪৫৬

সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ১৭.০৫.২০২৪ এবং সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত | স্বত্ব দখলীকৃত

কিউআর কোড স্ক্যান করুন

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ০৭.০৫.২০২৪ স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — এসবিআই আরএসিপিসি-তথা-এসএআরসি হাওড়া (১০২৬৩) — পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২৩৯এ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল - sbi.10263@sbi.co.in

LOAN A/C No - 37232704103 (HBL) A/C No - 37232709746 (SURAKSHA)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) …

…সিঁড়ি, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা এবং সিঁড়ি।
সম্পত্তি শ্রীমতি পাপিয়া মন্ডল এবং শ্রী আবদুল গণি মন্ডলের নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১১০৩৪৬ -২০১৭ সালের নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০১-২০১৭,পৃষ্ঠা ২৮৭৭২২ থেকে ২৮৭৭৬৫, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৬.০৫.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - হাওড়া স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া — পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি [ধারা ১৩(৪)] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

বালিবাশা শাখা
গ্রাম - বালিবাশা, পো. দুধকুন্ডি
জেলা - মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭২১ ৫১৩

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বালিবাশা শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ …

- **বিশ্বজিৎ দাস,** পিতা প্রয়াত গণেশ চন্দ্র দাস, পিতা প্রয়াত গোষ্ঠ বিহারী দাস, ললিতাসোল, পো : মানিকপাড়া,জেলা : ঝাড়গ্রাম, পিন : ৭২১৫১৩ (প.ব.)।
- **শ্রীমতি দিয়া দাস,** পিতা প্রয়াত গণেশ চন্দ্র দাস, ললিতাসোল, পো : মানিকপাড়া,জেলা : ঝাড়গ্রাম, পিন : ৭২১৫১৩ (প.ব.)।
- **শ্রীমতি উমা দাস,** পিতা প্রয়াত গণেশ চন্দ্র দাস, ললিতাসোল, পো : মানিকপাড়া,জেলা : ঝাড়গ্রাম, পিন : ৭২১৫১৩ (প.ব.)।

জামিনদাতা :
শ্রী প্রলয় কুমার মন্ডল, পিতা প্রয়াত জয়ন্ত কুমার মন্ডল, মানিকপাড়া, পো : মানিকপাড়া, জেলা : ঝাড়গ্রাম, পিন : ৭২১ ৫১৩ (প.ব.)।

Continue from previous page.....

Further, our Company will undertake all adequate steps to reach out the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian address through other means, as may be feasible.

Please note that neither our Company nor the Registrar shall be responsible for non-dispatch of physical copies of Issue materials, including the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter and the Application Form or delay in the receipt of the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter or the Application Form attributable to non-availability of the e-mail addresses of Eligible Equity Shareholders or electronic transmission delays or failures, or if the Application Forms or the Rights Entitlement Letters are delayed or misplaced in the transit.

The distribution of the Letter of Offer, Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter and the issue of Equity Shares on a rights basis to persons in certain jurisdictions outside India is restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. No action has been, or will be, taken to permit this Issue in any jurisdiction where action would be required for that purpose, except that the Letter of Offer is being filed with the Stock Exchanges. Accordingly, the Rights Entitlements and Equity Shares may not be offered or sold, directly or indirectly, and the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter, the Application Form or any Issue related materials or advertisements in connection with this Issue may not be distributed, in any jurisdiction, except in accordance with and as permitted under the legal requirements applicable in such jurisdiction. Receipt of the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter or the Application Form (including by way of electronic means) will not constitute an offer, invitation to or solicitation by anyone in any jurisdiction or in any circumstances in which such an offer, invitation or solicitation is unlawful or not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such an offer, invitation or solicitation. In those circumstances, the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter or the Application Form must be treated as sent for information only and should not be acted upon for making an Application and should not be copied or re-distributed.

Accordingly, persons receiving a copy of the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter or the Application Form should not, in connection with the issue of the Equity Shares or the Rights Entitlements, distribute or send the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter or the Application Form in or into any jurisdiction where to do so, would, or might, contravene local securities laws or regulations or would subject our Company or its affiliates to any filing or registration requirement (other than in India). If the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter or the Application Form is received by any person in any such jurisdiction, or by their agent or nominee, they must not seek to make an Application or acquire the Rights Entitlements referred to in the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter or the Application Form. Any person who makes an application to acquire Rights Entitlements and the Equity Shares offered in the Issue will be deemed to have declared, represented and warranted that such person is authorized to acquire the Rights Entitlements and the Equity Shares in compliance with all applicable laws and regulations prevailing in such person's jurisdiction and India, without requirement for our Company or our affiliates to make any filing or registration (other than in India).

Our Company is undertaking this Issue on a rights basis to the Eligible Equity Shareholders and will send the Abridged Letter of Offer, the Application Form and other applicable Issue materials primarily to email addresses of Eligible Equity Shareholders who have provided a valid email address and an Indian address to our Company.

FOR RISK FACTORS AND OTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE PAGE 21 OF THE LETTER OF OFFER AND PAGE 7 OF ABRIGED LETTER OF OFFER.

OTHER IMPORTANT LINKS AND HELPLINE: The Investors can visit following links for the below-mentioned purposes:

a) Frequently asked questions and online/ electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Investors: www.purvashare.com

b) Updation of Indian address/ email address/ mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company: www.purvashare.com

c) Updation of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form: www.purvashare.com

d) Request Letter to be sent by the non-resident Eligible Equity Shareholders to the Registrar at their email id: support@purvashare.com for updating their Indian address. The Request Letter should be accompanied by their PAN card and Address proof. Kindly note that the non-resident Equity Shareholders who do not have an Indian address are no eligible to apply for this Issue

REGISTRAR TO THE ISSUE

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Opp. Kasturba Hospital Lane, Lower Parel (E), Mumbai – 400011, Maharashtra, India
Tel No.: +91 22 4961 4132 / 3522 0056
Email: support@purvashare.com **Investor Grievance Email:** support@purvashare.com
Website: www.purvashare.com **SEBI Registration No:** INR000001112
Contact Person: Deepali Dhuri, Compliance Officer

COMPANY SECATARY AND COMPLIANCE OFFICER

Neha Agarwal
7A, Bentinck Street, 3rd Floor, Kolkata -700001, West Bengal, India
Website: www.khoobsuratltd.co.in
E-mail: khoobsurat.kolkata@gmail.com
Tel: +91 33 40617068

Investors may contact the Registrar to the issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/ post issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount buckno. ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA.

All capitalized terms used herein and not cefined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated April 29, 2024

For Khoobsurat Limited
Sd/-
Date: May 6, 2024 **Mr. Sanjay R. Mishra**
Place: Kolkata **Managing Director**

Khoobsurat Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer (LOF) with the SEBI, BSE and MSEI. The LOF shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com; the website of MSEI at www.msei.in and the website of the Company at www.khoobsuratltd.co.in. Investors should note that investment in equity shares involve a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled *"Risk Factors"* beginning on page 21 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States.

ওয়াংখেড়েতে দুরন্ত সেঞ্চুরি সূর্যকুমার যাদবের, মুম্বই হারাল হায়দরাবাদকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সূর্যের তেজে ঝলসে গেল হায়দরাবাদ। শেষ বেলায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কামড় বসাল। যদিও এবারের আইপিএল অভিযানে অনেকটাই দেরি করে ফেলেছে মুম্বই। টুর্নামেন্ট একপ্রকার শেষই হয়ে গিয়েছে তাদের। কিন্তু সোমবার হায়দরাবাদকে ওয়াংখেড়েতে হারিয়ে দিল মুম্বই। ম্যাচ হারায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্লে অফে পৌঁছনো বিলম্বিত হল বলাই যায়। যদিও প্যাট কামিন্সের দলের প্লে অফে পৌঁছনোর সুযোগ এখনও রয়েছে বেশ ভালোই। মুম্বই-হায়দরাবাদ ম্যাচে ফর্মে ফিরলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া।বল হাতে তিনটি উইকেট নিলেন। কিন্তু ম্যাচটা হয়ে থাকল সূর্যকুমার যাদবের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এগিয়ে আসছে। তার আগে সূর্যকুমার যাদব কিন্তু রোহিত শর্মার চিন্তা কমালেন বলাই যায়। চোটের জন্য দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে ছিলেন সূর্যকুমার। প্রথম থেকে

আইপিএলে খেলতে পারেননি। এদিন খুব কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুম্বইকে টেনে তুললেন তিনি। সেঞ্চুরি হাঁকালেন তিনি। মুম্বইকে ম্যাচ জেতালেন। এদিন টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং নেয় মুম্বই। হায়দরাবাদ দলে রয়েছেন বিস্ফোরক সব ব্যাটার। ট্র্যাভিস হেড ইনিংসের শুরুতে ঝড় তোলেন। হেনরিক ক্লাসেন, মার্কো জ্যানসেনরা যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচ ভোল বদলে দিতে পারেন। এই সানরাইজার্স হায়দরবাদাই আইপিএলে একের পর এক রানের শৃঙ্গে বিচরণ করছিল। এদিন সেভাবে ঝলসাল না হায়দরাবাদের ব্যাটাররা। নির্ধারিত ২০ ওভারে সানরাইজার্স করে ৮ উইকেটে ১৭৩ রান। হেড তাঁদের ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করেন। মুম্বই শুরুতে উইকেট হারালেও সূর্যকুমার যাদব শেষ পর্যন্ত ক্রিজে টিকে থেকে ম্যাচ জিতিয়ে দেন মুম্বইকে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হামলার হুমকি, আয়োজকদের সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজে হামলার হুমকির তথ্য পেয়েছে ক্যারিবীয় কর্তৃপক্ষ। জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (দায়েশ) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই হুমকি দিয়েছে বলে জানিয়েছে ক্যারিকম ইমপাকস। ক্যারিকম ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশগুলোর আন্তসরকারি জোট, এর অধীনে থাকা ইমপাকস ওই অঞ্চলের অপরাধ ও নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে।

আগামী ১ থেকে ২৯ জুন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। ২০ দলের এই টুর্নামেন্টে ক্যারিবীয় অঞ্চলের ৬টি দেশে ফাইনাল, সেমিফাইনালসহ বেশির ভাগ ম্যাচ হবে। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লুআই) জানিয়েছে, যেকোনো সম্ভাব্য হামলা ঠেকাতে বিশদ নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে আয়োজকেরা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জঙ্গিগোষ্ঠীর হুমকির খবরটি প্রথম সামনে আনে বার্বাডোজের সিবিসি (ক্যারিবিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশন)। গত শুক্রবারের ওই খবরে বলা হয়, প্রো-ইসলামিক স্টেটের (দায়েশ) মিডিয়া গ্রুপ 'নাশির পাকিস্তান' টেলিগ্রাম ও রকেটচ্যাট চ্যানেলের মাধ্যমে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজে হামলার হুমকি দিয়ে

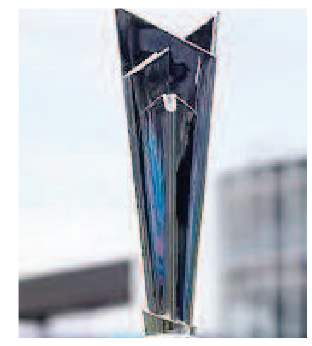

পোস্টার প্রকাশ করেছে; যা ক্যারিকম ইমপাকসের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে। ক্রিকেট বিষয়ে ক্যারিকমের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের উপকমিটির চেয়ারম্যান ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর প্রধানমন্ত্রী কিথ রাউলি। ত্রিনিদাদের ডেইলি এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে হামলার হুমকি বিষয়ে রাউলির প্রতিক্রিয়া চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'এই বিপদগুলো কমানোর জন্য আমরা স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সতর্ক আছি। আমাদের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো একক ও যৌথভাবে দেশের ও ভেন্যুতে যাওয়া মানুষের নিরাপত্তা সুরক্ষায় কাজ করছে।'

ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বিশ্বকাপের ৩৯টি খেলা হবে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা, বার্বাডোজ, গায়ানা, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রেনাডা এবং ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোয়। এর মধ্যে বার্বাডোজে ফাইনাল এবং ত্রিনিদাদ ও গায়ানায় দুটি সেমিফাইনাল হওয়ার কথা রয়েছে।

আইএসের হামলার হুমকির বিষয়ে জানতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজ ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সিডব্লুর সিইও জনি গ্রেভসও নিরাপত্তায় জোর দেওয়ার বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, 'আমরা আয়োজক দেশ ও শহর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি এবং টুর্নামেন্টে যেকোনো ঝুঁকি কমানোর জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে বৈশ্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকি। আমরা সব অংশীদারকে নিশ্চিত করতে চাই যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সবার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। এ নিয়ে বিশদ ও শক্তিশালী নিরাপত্তা পরিকল্পনা আছে।'

ক্রিকবাজের পক্ষ থেকে আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সিডব্লুর বক্তব্যই আমাদের বক্তব্য বলে উল্লেখ করে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাইরে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, ফ্লোরিডা ও টেক্সাসে। ১ জুন নিউইয়র্কে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা। বার্বাডোজে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ ২৯ জুন।

ব্যাট, বলে দুর্দান্ত এই নারাইনকে যদি পেত ওয়েস্ট ইন্ডিজ!

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের আইপিএলে সবচেয়ে বেশি ছক্কা কার? উত্তর হলো, সুনীল নারাইনের। পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকা কলকাতা নাইট রাইডার্সের সবচেয়ে বেশি উইকেট? এটাও সুনীল নারাইনের।

৩৫ বছর বয়সী নারাইন ব্যাটে, বলে রীতিমতো জ্বলে উঠেছেন এবারের আইপিএলে। কাল রাতেই যেমন লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে ৩৯ বলে খেলেছেন ৮১ রানের বিস্ফোরক ইনিংস। পরে বল হাতে ৪ ওভারে নিয়েছেন ১ উইকেট।

অথচ আগামী মাসে শুরু হতে যাওয়া টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দেখা যাবে না নারাইনকে। ক্যারিবীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে ছন্দে থাকা খেলোয়াড়টিকে ছাড়াই নিজেদের দেশে বিশ্বকাপ খেলতে নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

নারাইন আইপিএল খেলছেন ২০১২ সাল থেকে। এখন পর্যন্ত একটা দলেই;কলকাতা নাইট রাইডার্স। শুরুর দিকে খেলতেন শুধুই বোলার হিসেবে। কিন্তু গত কয়েক বছরে বের করে এনেছেন নিজের ব্যাটিং,সত্তাও। ওপেনিং করছেন নিয়মিত। তবে টপঅর্ডারে নিয়মিত খেললেও সেঞ্চুরি ছিল না এত দিন। এবারের আসরে সেই শূন্যতা ঘোচান কলকাতায় রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ১০৯ রানের ইনিংস খেলে। দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটির সম্ভাবনা জাগিয়েছেন কাল, যখন লক্ষ্ণৌর বিপক্ষে ২৭ বলে ফিফটি করে ছুটছিলেন দুরন্ত গতিতে। শেষ পর্যন্ত ৭ ছক্কা আর ৬ চারে ৮১ রান করে থামতে হয়েছে রবি বিষ্ণয়ের বলে।

সেঞ্চুরি না পেলেও রানে আইপিএলের অনেক বড় তারকাকেই পেছনে ফেলে দিয়েছেন নারাইন। তাঁর ১১ ম্যাচে ৪৬১ রান

এই মুহূর্তের টুর্নামেন্টের তৃতীয় সর্বোচ্চ। সামনে শুধু বিরাট কোহলি ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ছক্কার সংখ্যায় অবশ্য নারাইনের ওপরে কেউ নেই। এখন পর্যন্ত ৩২টি ছয় এসেছে নারাইনের ব্যাট থেকে, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হাইনরিখ ক্লাসেন ৩১ ছয় নিয়ে দুইয়ে।

বাঁহাতি ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি 'রহস্য স্পিনে'ও দারুণ সফল নারাইন। এখন পর্যন্ত ১১ ইনিংসে নিয়েছেন ১৪ উইকেট, যা উইকেটশিকারিদের মধ্যে ষষ্ঠ। তবে ইকোনমির দিক থেকে ছয়জনের মধ্যে নারাইনই দ্বিতীয় (৬.৬১)। সেরা ইকোনমি ১৭ উইকেট নিয়ে শীর্ষে থাকা যশপ্রীত বুমরার (৬.২৫)।নারাইনের এই সাফল্যই গত দুই আসরে প্লে,অফে খেলতে না পারা কলকাতাকে এবার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে তুলতে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন টম মুডি। হায়দরাবাদের ২০১৬ আইপিএলজয়ী কোচ ইএসপিএনক্রিকইনফোর টাইমআউট অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'নারাইন যা করছে, সেটা কলকাতার জন্য সত্যিকারের বোনাস। সে যা,ই করে, দ্রুততার সঙ্গে করে। যে কারণে ম্যাচে তাঁর ব্যাপক প্রভাব থাকে। যখন কিছু করতে পারে না, তখনো সময় নষ্ট করে না।'

নারাইনের ফর্ম বিবেচনায় তাঁকেই টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি দরকার ওয়েস্ট ইন্ডিজের। তবে সেই দলে নেই তিনি নিজের ইচ্ছাতেই। গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন নারাইন। আইপিএলে নারাইনের পারফরম্যান্স দেখে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে তাঁকে বিশ্বকাপে খেলতে অনুরোধ করেছিলেন অধিনায়ক রোভমান পাওয়েল। তবে সেই অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি খোলা চিঠি দিয়েছেন নারাইন। লিখেছেন, 'আমার পারফরম্যান্স দেখে অনেকেই অবসর ভেঙে আমাকে আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা খেলার কথা বলেছেন। এতে আমার খুবই ভালো লেগেছে। তবে আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল আছি। কখনো কাউকে হতাশ করতে না চাইলেও বলছি (জাতীয় দলের ফেরার) দরজাটা বন্ধই আছে।'

অবসর ভেঙে মোহাম্মদ আমির, ইমাদ ওয়াসিমের মতো অনেকে ফিরলেও নারাইন কেন ফিরবেন না, সেটার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'যারা গত কয়েক মাস পরিশ্রম করেছে, বিশ্বকাপ দলে থাকা তাদেরই প্রাপ্য।'

পারফরম্যান্স বলছে, নারাইনেরও বিশ্বকাপ দলে থাকাটা প্রাপ্য। কিন্তু নিজেই তিনি থাকছেন না। আইপিএলে নারাইনের একেকটি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ওয়েস্ট ইন্ডিজ সমর্থকদের আক্ষেপই হয়তো বাড়াবে! হয়তো মনে মনে তাঁরা বলে উঠবেন;ইশ্, ব্যাট,বলে দুর্দান্ত এই নারাইনকে যদি পেত ওয়েস্ট ইন্ডিজ!

মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে শ্রীলঙ্কা ও স্কটল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাছাইপর্ব পেরিয়ে মেয়েদের ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে উঠেছে শ্রীলঙ্কা ও স্কটল্যান্ড। গতকাল আবুধাবিতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ফাইনালে উঠেই দল দুটি এ যোগ্যতা অর্জন করেছে। এ বছরের অক্টোবরে বাংলাদেশে হবে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ১০ দলের এই টুর্নামেন্টের গ্রুপিং ও সূচি গতকাল প্রকাশ করেছে আইসিসি। শ্রীলঙ্কা ও স্কটল্যান্ডের কে কোন গ্রুপে খেলবে, তা নির্ধারণ হবে বাছাইপর্বের ফাইনালের ফলের ওপর।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বের দুটি টিকিটের জন্য বাছাইয়ে নেমেছিল ১০টি দল। গ্রুপপর্ব পেরিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেয় শ্রীলঙ্কা, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। গতকাল প্রথম সেমিফাইনালে আয়ারল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নেয় স্কটল্যান্ড। পরের ম্যাচে শ্রীলঙ্কা স্বাগতিক আরব আমিরাতকে হারায় ১৫ রানে।

দুই ফাইনালিস্ট আগামীকাল আবুধাবির শেখ জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে। জয়ী দল বিশ্বকাপের মূলপর্বে 'এ' গ্রুপে থাকবে। 'এ' গ্রুপে থাকা অন্য চারটি দল ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের রানার্সআপ দল খেলবে 'বি' গ্রুপে বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে। ৩ অক্টোবর মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। একই দিনে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে বাছাই উতরে আসা দলের বিপক্ষে।

টটেনহামকে হারিয়ে ক্লপ বললেন, 'এটাই লিভারপুলের মৌসুমের প্রতিচ্ছবি'

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিভারপুল আর ইয়ুর্গেন ক্লপের জন্য আর কিছু কি বাকি আছে? এফএ কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে পড়া, লিগ কাপের ফাইনালে হার এবং ইউরোপা লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়া;সব হারানো লিভারপুলের জন্য কিছু পাওয়ার জায়গা হয়ে ছিল প্রিমিয়ার লিগ।

কিন্তু লিগের মাঝপথ থেকে শুরু করে লম্বা একটা সময় শীর্ষে থাকা দলটি ম্যানচেস্টারের দুই ক্লাব সিটি ও ইউনাইটেডের সঙ্গে ড্র করে আর পরে ক্রিস্টাল প্যালেস ও এভারটনের কাছে হেরে শিরোপা লড়াই থেকেই দূরে সরে গেছে। পরিস্থিতি আরও বাজে হয়েছে ওয়েস্ট হামের সঙ্গেও ড্র করায়।

চার শিরোপা জিতে দুর্দান্ত একটি মৌসুমের স্বপ্ন দেখা লিভারপুল হঠাৎ করেই এলোমেলো হয়ে পড়ে। অ্যানফিল্ডজুড়ে কেমন যেন বেদনার বিউগল বাজতে শুরু করে। এর মধ্যেই গতকাল ঘরের মাঠে টটেনহামকে ৪,২ গোলে হারিয়েছে ক্লপের দল। এমন নয় যে এই জয়ে সিটি আর আর্সেনালের সঙ্গে আবার শিরোপা লড়াইয়ে ফিরেছে লিভারপুল। ৩৬ ম্যাচে ৮৩ পয়েন্ট নিয়ে আর্সেনাল আছে শীর্ষে। সমান ম্যাচে তৃতীয় স্থানে থাকা লিভারপুলের পয়েন্ট ৭৮। আর এক ম্যাচ কম খেলে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে সিটি।

অবস্থা যখন এই, টটেনহামের বিপক্ষে জয়টি কি লিভারপুলের সমর্থকদের হতাশার ক্ষতে প্রলেপ দিতে পারবে? তেমনটা মনে করার লোক হয়তো বেশি পাওয়া যাবে না। দুর্দান্ত এই জয়ের পরও ক্লপও হয়তো সে রকম কিছু ভাবছেন না। তবে এটাকে তিনি দেখছেন লিভারপুলের এ মৌসুমের পারফরম্যান্সের প্রতিচ্ছবি হিসেবে!

ম্যাচ শেষের পর সংবাদ সম্মেলনে লিভারপুলের জার্মান কোচ ক্লপ বলেছেন, 'এটা কিছুটা হলেও মৌসুমের প্রতিচ্ছবি। সত্যি, সত্যি বাজে অবস্থা হয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত আমরা খুবই ভালো খেলেছি। এখন আবার আমরা ঠিক আছি।'

ক্লপের দলকে আবার ঠিক অবস্থায় নিয়ে আসতে মোহাম্মদ সালাহ কাল ভূমিকা রেখেছেন গোল করে এবং গোল করিয়ে। ওয়েস্ট হামের সঙ্গে ২,২ গোলে ড্র করা ম্যাচে সালাহকে বদলি হিসেবে মাঠে নামিয়েছিলেন ক্লপ। মাঠে নামার সময় ডাগআউটে ক্লপের সঙ্গে কথার লড়াইও হয়েছিল সালাহর। এ নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু কাল টটেনহামের বিপক্ষে সালাহকে শুরুর একাদশেই রাখেন ক্লপ।

শুরুর একাদশে ফিরেই নিজের ঝলক দেখান সালাহ। ১৬ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেন তিনিই। ৫৯ মিনিটে হার্ভি এলিয়টের গোলটিতে ছিল তাঁর অবদান। এলিয়টের গোলটি ছিল লিভারপুলের চতুর্থ। এর আগে ৪৫ ও ৫০ মিনিটে গোল করেন অ্যান্ডি রবার্টসন আর কোডি গাকপো। সব মিলিয়ে ৫৯ মিনিটের মধ্যে ৪,০ গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। ম্যাচ মূলত সেখানেই শেষ হয়ে যায়। ৭২ ও ৭৭ মিনিটে রিচার্লিসন আর সন হিউং,মিনের গোলে শুধু ব্যবধানই কমাতে পারে টটেনহাম।

গতকালের হারে টটেনহামের আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার স্বপ্নে লেগেছে বড় ধাক্কা। এই হারের পর ৩৫ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার পঞ্চম স্থানে টটেনহাম। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে অ্যাস্টন ভিলা। ষষ্ঠ স্থানে থাকা নিউক্যাসলের পয়েন্ট ৩৫ ম্যাচে ৫৬। ইংল্যান্ড থেকে আগামী মৌসুমে সরাসরি চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলবে চারটি দল।

চলে গেলেন আর্জেন্টিনাকে প্রথম বিশ্বকাপ জেতানো কিংবদন্তি কোচ মেনোত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্জেন্টিনাকে ১৯৭৮ বিশ্বকাপ জেতানো কিংবদন্তি কোচ সিজার লুইস মেনোত্তি ৮৫ বছর বয়সে মারা গেছেন। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) আজ তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স' হ্যান্ডলে মেনোত্তির মৃত্যুর খবর জানিয়ে এএফএ লিখেছে, 'আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন অত্যন্ত শোকের সঙ্গে বর্তমান জাতীয় দলের পরিচালক ও আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী কোচ লুইস সিজার মেনোত্তির মৃত্যুর খবর জানাচ্ছে। বিদায় প্রিয় ফ্লাকো!'

লিওনেল মেসির জন্মশহর রোজারিওতে ১৯৩৮ সালে মেনোত্তির জন্ম। খেলোয়াড়ি জীবনে স্ট্রাইকার পজিশনে খেলা মেনোত্তি ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে ১১ ম্যাচ খেলে ২ গোল করেন। খেলা ছাড়ার পর ৩৭ বছরের কোচিং ক্যারিয়ারে ১১টি ক্লাব ও দুটি দেশের জাতীয় দলের কোচের ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন নিজের দেশ আর্জেন্টিনার কোচের দায়িত্বে। ১৯৯১,১৯৯২ সালে সামলেছেন মেক্সিকো জাতীয় দলকে।

আর্জেন্টিনাকে ঘরের মাঠে ১৯৭৮ বিশ্বকাপ জিতিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন মেনোত্তি। ছিপছিপে গড়নের জন্য 'এল ফ্লাকো' তকমা পাওয়া মেনোত্তি আর্জেন্টিনাকে প্রথম বিশ্বকাপ জেতানোর পরের বছর অনূর্ধ্ব-২০ দলকেও জিতিয়েছেন যুব বিশ্বকাপ। জাপানে ১৯৭৯ সাল অনুষ্ঠিত সেই টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনা। গোল্ডেন বল জিতে সেই টুর্নামেন্ট দিয়ে নিজের আগমনী বার্তা দিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার ১৯৮৬ বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক। ফাইনালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২০ দল। মেনোত্তির হাত ধরে বড়দের বিশ্বকাপের মতো যুব বিশ্বকাপও সেবারই প্রথম জিতেছিল আর্জেন্টিনা।

তবে আর্জেন্টাইন ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে মেনোত্তি আরও একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মেনোত্তির হাত ধরেই সহিংসতাপূর্ণ খেলার কুখ্যাতি থেকে সরে এসে রোমান্টিক ধাঁচের ফুটবল খেলে সমর্থকদের মন জিতেছে আর্জেন্টিনা।

মেনোত্তির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের অধিনায়ক লিওনেল মেসি লিখেছেন, 'আর্জেন্টিনার ফুটবলের অন্যতম গ্রেট আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর পরিবার এবং প্রিয়জনদের প্রতি সমবেদনা। শান্তিতে ঘুমান।'

আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কোচ লিওনেল স্কালোনি ইনস্টাগ্রামে শোক প্রকাশ করে লিখেছেন, 'ফুটবলের একজন শিক্ষক আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। সেই সব স্নেহ সঞ্চারক কথার জন্য ধন্যবাদ, যার মাধ্যমে আপনি আমাদের মনে ছাপ রেখে গেছেন। চিরকাল হৃদয়ে থাকবেন প্রিয়।'

দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থতায় ভুগছিলেন মেনোত্তি। লোকচক্ষুর অন্তরালে্ও ছিলেন দীর্ঘদিন। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মৃত্যুর আগে রক্তশূন্যতায় ভুগে প্রায় মাসখানেক হাসপাতালে ভর্তিও ছিলেন।

১৯৭০ সালে আর্জেন্টিনার ক্লাব নিওয়েলস ওল্ড বয়েজ দিয়ে মেনোত্তির কোচিং ক্যারিয়ার শুরু। পরের বছর দায়িত্ব নেন হুরাকানের। ১৯৭৩ সালে ক্লাবটিকে জেতান তাদের ইতিহাসে ১৯২৮ সালের পর প্রথম লিগ শিরোপা। পরের বছর দায়িত্ব নেন আর্জেন্টিনা জাতীয়

দলের। ব্যক্তি জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন মেনোত্তি, কিন্তু ১৯৭৬ সালে আর্জেন্টিনা সামরিক শাসনের অধীনে আসার পরও জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব চালিয়ে যান তিনি। হয়তো বড় স্বপ্ন দেখেছিলেন, আর সেটাই সত্যি হয় ১৯৭৮ সালে।

১৯৭৮ বিশ্বকাপ ফাইনালে নেদারল্যান্ডসকে ৩-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মেনোত্তির আর্জেন্টিনা। মেনোত্তির হাত ধরেই এই বিশ্বকাপের আগের বছর আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে অভিষেক ম্যারাডোনার। কিন্তু ১৭ বছর বয়সী ম্যারাডোনাকে '৭৮ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলে নেননি মেনোত্তি। আর্জেন্টিনার ক্রীড়া সাময়িকী 'এল গ্রাফিকো'কে তার কারণও ব্যাখ্যা করেছিলেন মেনোত্তি, 'যেটা আমাকে করতেই হতো, সেটাই করেছি। তার (ম্যারাডোনা) দেখভাল করাটা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমি আসলে ডিয়েগোতে মুগ্ধ ছিলাম। সে ছিল একদমই তরুণ, খুবই ছোট।'

কোচিং ক্যারিয়ারে মেনোত্তি লম্বা চুল এবং চেইন-স্মোকিং স্বভাবের কারণেও আলাদা করে স্মরণীয়। একবার বলেছিলেন, 'আমি কখনো নাপিতের কাছে যাইনি। নিজেই নিজের চুল কাটি।' মেনোত্তির বয়স যখন ১৬ বছর, তখন তাঁর বাবা ক্যান্সারে মারা যান। বাবার মতো তিনিও পরবর্তীতে চেইন-স্মোকার বনে যান। ধূমপানের স্বভাব নিয়েও একবার বলেছিলেন, এটা 'একাকীত্বে আমার বন্ধু।' তবে ২০১১ সালে ফুসফুসের অস্ত্রোপচার করানোর পর মেনোত্তি ধূমপান ছেড়ে দেন।

১৯৮২ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে আর্জেন্টিনার বিদায়ের মধ্য দিয়ে মেনোত্তির দেশের জাতীয় দলের কোচিং অধ্যায়েরও সমাপ্তি ঘটে। ১৯৮৩ সালে বার্সেলোনার কোচের দায়িত্ব নিয়ে দুই মৌসুমে দুটি কাপ জেতেন মেনোত্তি। ম্যারাডোনা তখন তাঁর অধীনে বার্সাতেই খেলতেন। কে জানত, মেনোত্তি বার্সার হয়েই কোচিং ক্যারিয়ারে শেষ শিরোপা জিতবেন! তাঁর মৃত্যুতে ইনস্টাগ্রামে কাতালান ক্লাবটির বিবৃতিতে বলা হয়, 'সাবেক কোচ সিজার লুইস মেনোত্তির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে বার্সেলোনা। শান্তিতে ঘুমান।'

বার্সা অধ্যায় শেষ করে মেনোত্তি ইতালি, মেক্সিকো, উরুগুয়ের ক্লাব ফুটবলে কোচিং করিয়েছেন। ফিরেছিলেন আর্জেন্টিনার ঘরোয়া ফুটবলেও। বোকা জুনিয়র্স, রিভার প্লেট, ইন্দেপেন্দিয়েন্তের মতো আর্জেন্টিনার অন্যতম সেরা তিনটি ক্লাবের কোচের দায়িত্বও পালন করেছেন।

মেনোত্তি ফুটবল খেলার স্টাইলের সঙ্গে রাজনীতির মিল খুঁজে পেতেন। এ নিয়ে অনেক কোচের সঙ্গেই তাঁর দীর্ঘ বিবাদ ছিল। ২০০৬ সালে জার্মান সাময়িকী 'কিকার'কে বলেছিলেন, 'বামপন্থী ফুটবল বিনয়ী এবং জনতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটা ফলাফলকে সবকিছুর ওপরে রাখে না।'

আর্জেন্টিনার ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালের হয়ে ১৯৬০ সালে খেলোয়াড়ি ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন মেনোত্তি। বোকা জুনিয়র্সের হয়ে জিতেছেন আর্জেন্টিনার শীর্ষ লিগ। ১৯৬৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব নিউইয়র্ক জেনারেলস ঘুরে পরের বছর যোগ দেন ব্রাজিলের সান্তোসে। ব্রাজিলের কিংবদন্তি পেলের সতীর্থ ছিলেন সেখানে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**